ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-329 ■ 6 September, 2024 ■ আগরতলা ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২০ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তৃতীয়বার মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ায়

বিধানসভায় অধ্যক্ষ অভিনন্দন প্রস্তাব পাঠ গুরু করতেই বিরোধীদের ওয়াকআউট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। টানা তৃতীয়বার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠন হওয়ায় ত্রিপুরা বিধানসভা অভিনন্দন প্রস্তাব এনেছে। অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ওই প্রস্তাব পাঠ করার আগেই বিরোধিতায় সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিরোধীদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে অধ্যক্ষ ওই প্রস্তাব পাঠ শুরু করতেই সিপিএম ও কংগ্রেসের বিধায়করা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিরোধীদের বিক্ষোভের পাল্টা ট্রেজারি বেঞ্চের সদ্যসরা ওই প্রস্তাবের সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকেন। ফলে, মুহুর্তের মধ্যেই হৈ হট্টগোলের জেরে বিধানসভা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। অধ্যক্ষ বিরোধীদের বিক্ষোভের মাঝেই ওই প্রস্তাব পাঠ চালিয়ে যান। ফলে, বিরোধীরা প্রতিবাদে অধিবেশন ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান। এদিন, বিরোধীদের বিক্ষোভ চলাকালীন ট্রেজারি বেঞ্চের সদ্যসদের মোদী স্লোগানে অধিবেশন কক্ষ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থী, সংসদে নির্বাচিত সদস্য-সদস্যা এবং সমস্ত ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়ে আজ রাজ্য বিধানসভায় একটি অভিনন্দনমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন প্রস্তাবটি পাঠ করে শোনানোর পর এটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটিতে অধ্যক্ষ উল্লেখ করেন, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উৎসব হিসাবে পরিচিত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ৫৪২টি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হয়। জুন মাসে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ৬৫.৭৯ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। রাজ্য বিধানসভা সমস্ত ভোটার, লোকসভার সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছে। অভিনন্দন বার্তায় বলা হয়েছে অষ্ঠাদশ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উপর্যুপরী তিনবার স্থায়ী এবং শক্তিশালী এনডিএ সরকার গঠিত হয়েছে। এবিষয়ে দেশের নির্বাচকমন্ডলী আরও একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রতি তাদের আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা বিধানসভায় বাদল অধিবেশন বুধবার ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। ওইদিনেই টানা তৃতীয়বার মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠন হওয়ায় ত্রিপুরা বিধানসভা অভিনন্দন প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল। কিন্তু, শোক প্রস্তাব পাঠ হওয়ায় কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের আগ্রহে অভিনন্দন প্রস্তাব পাঠ করা হয় নি। আজ প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে অধ্যক্ষ ওই অভিনন্দন প্রস্তাব পাঠ করতে গেলেই আপত্তি জানান বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, ওই অভিনন্দন প্রস্তাবের বিষয়ে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয় নি। এমনকি, এবিষয়ে বিরোধীদের সাথে আলোচনা এবং সম্মতি নেওয়া হয় নি। তাঁর সাফ কথা, অভিনন্দন প্রস্তাবের বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। ফলে, সর্বসম্মতি ছাড়া ওই প্রস্তাব প্রেরণ উচিত হবে না।

কিন্তু, অধ্যক্ষ বিরোধীদের আপত্তি গ্রাহ্য করেন নি এবং অভিনন্দন প্রস্তাব পাঠ শুরু করে দেন। তাতে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষকরা আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মুল্যবোধের সঞ্চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। আজ রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৬৩তম শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলার টাউনহলে রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবস-২০২৪ উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এক শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা হলেন আমাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঞ্চালক। ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা এক গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন।

শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভিনন্দন, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বলেছেন, সুষ্ঠু সমাজ ও মানুষ গড়ার কারিগর হচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা।

টাউনহলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক ৬৩তম শিক্ষক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, একজন শিক্ষককে অনেক কঠিন ও গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাড়া কোনও ব্যক্তি তার জীবন গঠন করতে পারে না। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সর্বপল্লী ড় রাধাকৃষ্ণানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বলেন, তাঁর মতো একজন মহান ব্যক্তির জীবন ও আদর্শকে পাথেয় করে আমাদের শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড় হরেকৃষ্ণ আচার্যকে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক ভট্টাচার্যকে মহারাণী তুলসীবতী সম্মান এবং শিক্ষাবিদ বন্দনা চৌধুরী বর্মণকে ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্মান ২০২৪ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এছাড়াও রাজ্যের ৩৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে শিক্ষক সম্মাননা ২০২৪ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা রত্নজিৎ দেববর্মা, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিক্ষক দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমান ভাড়ায় লাগাম টানতে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। অত্যাধিক বিমান ভাড়ায় লাগাম টানতে কেন্দ্রের কাছে বিধানসভা থেকে প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি ত্রিপুরার পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিধানসভায়

বিধানসভার বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে শ্রী রায় বর্মন বলেন, "আগরতলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত ৪০ মিনিটের যাত্রায় যাত্রীদের ৯০০০ থেকে ১২০০০ টাকার মধ্যে খরচ হয়। এটি ত্রিপুরার জনগণের বহন করার জন্য অত্যন্ত উচ্চ মূল্য। রাজ্যের অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে, বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রককে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং বিমান ভাড়ার দামের উপর একটি উচ্চ সীমা নির্ধারণ করতে হবে। সাথে তিনি এবিষয়ে ত্রিপুরা বিধানসভা থেকে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্রী বর্মনের প্রশ্নের জবাবে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, কোনও বিমান পরিষেবা সরাসরি ভারত সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তবে, রাজ্য সরকার বিমান ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে সমানভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের উদ্বেগগুলিকে জানিয়েছি। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক, এবং আমরা বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাব।

কংগ্রেস বিধায়ক বিরাজিৎ সিনহা এবং বিরোধীদল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার টুকিটাকি

বন্যায় ৪৬৯৩ কিমি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় ৪,৬৯৩ কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলি সারাইয়ের জন্য প্রায় ১,৯০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। জরুরি ভিত্তিতে এই রাস্তাগুলো সংস্কারের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ বিধানসভা অধিবেশনে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় আনীত জনস্বার্থে আনা জরুরি বিষয় "ধর্মনগর থেকে সাব্রুম সমেত সমগ্র ত্রিপুরায় রাস্তার অচল অবস্থা" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে পূর্তদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ২৩টি সিএনজি স্টেশন চালু ঃ সান্ত্বনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে বর্তমানে ২৩টি সিএনজি স্টেশন চালু রয়েছে। এছাড়া আরও ১১টি সিএনজি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি থেকে সিএনজি সরবরাহ এখনো শুরু হয়নি। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ এবং বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, চলতি অর্থবছরে রাজ্যে নতুন করে আরও ৪টি সিএনজি স্টেশন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সব জেলায় শিল্পাঞ্চলের উদ্যোগ ঃ শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের সমস্ত জেলায় শিল্পাঞ্চল স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগে খোয়াই জেলায় কোনও শিল্পাঞ্চল না থাকলেও এখন ঐ জেলায় একটি নতুন শিল্পাঞ্চল স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়াও নতুন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শান্তিরবাজারে ১২৭.০৯ একর জমি শিল্প দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরীর এক প্রশ্নের লিখিত উত্তর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮২.৬২ শতাংশ পরিবারে পাইপ লাইনে জল ঃ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। জলজীবন মিশনে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় এখন পর্যন্ত ৮২.৬২ শতাংশ পরিবারে এবং শহর এলাকায় ৬০.৫০ শতাংশ পরিবারে পাইপ লাইনে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে গ্রামীণ এলাকার অবশিষ্ট পরিবারগুলিতে জলজীবন মিশনে পাইপ লাইনে পানীয়জল সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বছর ৮ মাসে ১১,৪৬০টি গাছ কাটা হয়েছে ঃ তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা জুড়ে জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার সুবিধার্থে গত দুই বছর আট মাসে মোট ১১, ৪৬০টি গাছ কাটা হয়েছে। আজ বিধানসভায় বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে একথা জানিয়েছেন বনমন্ত্রী অনিমেশ দেববর্মা। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের প্রশ্নের জবাবে শ্রী দেববর্মা বলেন, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক বন সংরক্ষণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় বললেন ক্রীড়ামন্ত্রী

শূণ্যপদে নিয়োগ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। বর্তমান রাজ্য সরকার গত ৫-৬ বছরে বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদে চাকরি দিয়েছে। এরমধ্যে নিয়মিত পদে চাকরি এবং আউটসোর্সিংও রয়েছে। আরও বেশ কিছু পদে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের জনস্বার্থে আনীত এক স্বল্প সময়ের আলোচনায় অংশ নিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মী টিঙ্কু রায় একথা বলেন। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আনীত আলোচনার বিষয় ছিল 'ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়মিত বেতনক্রমে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ সমূহ শ্রীঘই পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।' এ বিষয়ের আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক নয়ন সরকার, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এবং বিধায়ক কিশোর বর্মণ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মী টিঙ্কু রায় বলেন, কর্মক্ষম-কর্মপ্রার্থী বেকার ছেলে-মেয়েদের শূন্যপদে নিয়োগ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের প্রয়াস জারি রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। সেকারণেই বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই একটি স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি প্রনয়ণ করেছে, যাতে করে রাজ্যের যোগ্য যুবক-যুবতীরা সরকারি চাকুরি পেতে পারে। সে কারণেই জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা (জেআরবিটি) গঠন করা হয়েছে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য। ইতিমধ্যেই জেআরবিটি গ্রুপ-সি পদে ১,৯৮০ জনকে নির্বাচিত করেছে এবং নির্বাচিত যুবক-যুবতীরা রাজ্য সরকারের ৩৫টি দপ্তরে কাজে যোগদান করেছে। অন্যদিকে জেআরবিটি'র মাধ্যমে গ্রুপ-ডি পদে ২,৫০০ জনকে নির্বাচিত করার জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। খুব শীঘই যে সকল যুবক-যুবতী ২,৫০০টি পদে নির্বাচিত হবেন এবং তাদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হবে। রাজ্যের ইতিহাসে একসাথে এত বড় মাত্রায় গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ এই প্রথম। বিধানসভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মী জানান, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪,৮৪৯ জন অশিক্ষক কর্মচারি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হয়েছে ৮,০২৪ জন। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা, টেট পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১৮-১৯ থেকে এখন পর্যন্ত ৬,৮০২ জনকে শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়মিত পদে নিয়োগ করেছে। স্পেশাল এডুকেটর হিসেবে ৮৮ জনকে নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্বচ্ছ নিয়মনীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে লোক নিয়োগ করার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত করে চলেছে এবং নির্বাচিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কফিনবন্দী মৃতদেহে কান্নায় ভেঙে পড়ে শিশু শুভজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ সেপ্টেম্বর।। এক হৃদয়বিদায়ক ঘটনা দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি চড়িলাম গ্রামের মানুষ। বাবার কফিনবন্দী মৃতদেহে ছোট্ট শিশু শুভজিৎ-র শেষ প্রণাম। ঘটনাটি ঘটেছিল দুইদিন পূর্বে, নাগাল্যান্ডে ফেরিমা এলাকায় হঠাৎ করে পাহাড় ধ্বসে ঝর্ণার জলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপদজনক অবস্থা, দুই বিল্ডিং সিল করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়া মুহুরী ব্রীজ সংলগ্ন দুইটি বিল্ডিংকে সিল করে দিল মহকুমা প্রশাসন। যে কোনো সময়ই ভেঙ্গে নদী গর্ভে পরতে পারে ব্লিডিং। যার ফলে জীবনহানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন আধিকারিকরা ছুটে গিয়ে সিল করে দিল দুইটি ব্লিডিং। ভারী বর্ষণের জেরে মুহুরী নদীর জল ভয়ঙ্কর রুপ ধারণ করে। খরস্রোতা নদীর গতিবেগের কারনে দুপাশের জায়গার মাটি নদী গর্ভে চলে যাওয়াতে ব্লিডিং দুইটির নীচের মাটি সরে গিয়ে বিপদজনক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জনস্বার্থে ও মালিকদের স্বার্থে এই বিল্ডিং দুটি সিল করে দেওয়া হয় বলে জানান বিলোনিয়া অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস। এছাড়া তিনি আরো জানান, যতদিন না পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত সকালে ইন্দ্রনগরে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। সাত সকালে রক্তাক্ত এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় জিবি ফাঁড়ির অধীন ইন্দ্রনগর হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্ত্রীর দাবি, স্বামীকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদী থেকে স্বপ্নে দেখা কলসি উদ্ধার ঘিরে পূজাপাঠ শুরু শিবটিলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ সেপ্টেম্বর।। এক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষি হল বিশালগড়ের পূর্ব লক্ষীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবটিলা এলাকার গ্রামবাসী। স্বপ্নর মধ্যে ভগবান দেখা দিল নবম শ্রেণীর ছাত্র মনজিৎকে, এমনি দাবি ওই নাবালকের।

মনজিৎ ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর অন্ত প্রান। ঠাকুর পুজা দেওয়া, দেব দেবীদের গল্প পড়া, আর টিভি ও মোবাইলেও ঠাকুরের সিরিয়েল দেখতে খুব পছন্দ তার। কিন্তু বিগত তিনমাস যাবৎ মনজিতের সাথে যা হয়েছে তা সত্যি কোন অলৌকিক ঘটনা থেকে কম নয়।

বাংলা জৈষ্ঠ্য মাস থেকেই মনোজিৎ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে। তার স্বপ্নে নাকি স্বয়ং মা দূর্গা এসে কাঁদছেন। মনজিতকে মা দূর্গা বার বার বলছেন নদীর পারে একটি কলশ আছে, সেই কলশটি তুলে এনে মায়ের পুজো করতে।

এই স্বপ্নের কথা তার মায়ের কাছে বললে মা তাকে বেশি ঠাকুর ঠাকুর করতে বারন করেন।পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু মনজিতের মন জানি কেমন কেমন করতো, এমনই জানায় ওই যুবক। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতল ৬ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
২০ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সামাজিক সুরক্ষা জরুরী

সমাজে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। নারীদের সুরক্ষিত রাখিবার জন্য কঠোর আইনী ব্যবস্থা থাকিলেও সেগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিচারব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। নারী নির্যাতন ও নারীঘটিত মামলা গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হইলে দোষীরা শাস্তির আওতায় আসিতে বাধ্য। অথচ লক্ষণীয় বিষয় হইল নারী গঠিত মামলা গুলির নিষ্পত্তি হইতে সময় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি লাগিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই সাজার হার তুলনা মূলকভাবে অনেক কম। এর একটি বিহিত হওয়া খুবই জরুরী।কান পাতিলে শুধুই চারিদিকে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যাইতেছে। অথচ ভারতে নারীকে দেবীরূপে পুজো করা হয়। বর্তমানে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ-খুন মামলায় বিচার চেয়ে গোটা গোটা দেশ পথে নামিয়াছে। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হইবে ।গোটা দেশেই এখন যেন এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। গত মাসেই বাংলা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে লাগাতার নারী নির্যাতন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রতিটিতেই অভিযোগ আইনি গাফিলতি নিয়া। সেই একই কথা বলিয়াছে এনসিআরবি-র পরিসংখ্যানও ।পরিসংখ্যান বলিতেছে, ধর্ষণের অভিযোগগুলি আইনের আওতায় গেলেও তাহার নিষ্পত্তিতে লাগিয়া যায় অনেক সময়। এমনকী অপরাধের জন্য কড়া শাস্তির বিধান থাকিলেও ৭০ শতাংশ অভিযুক্তই প্রমাণের অভাবে ছাড় পাইয়া যায় শাস্তির হাত থেকে। পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২২ সালে গোটা দেশে ১,৯৮,২৮৫ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটিলেও তাহার মধ্যে মাত্র ১৮,৫১৭ টির বিচার প্রক্রিয়া শেষ হইয়াছে বেশ কয়েক বছর পর। সাজাপ্রাপ্তের শতকরা হার ২৭.৪ ।নারী নির্যাতনের ঘটনায় সব রাজ্যকেই হার মানায় দিল্লির সংখ্যা, মেয়েদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধে এখনও দেশের শীর্ষে অবস্থান রাজধানীর। এর পরেই রহিয়ায়েছে হরিয়ানা, রাজস্থান, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা। যদিও এ ধরনের ঘটনার নিরিখে মেয়েরা অনেক বেশি সুরক্ষিত বা কম অত্যাচারিত নাগাল্যান্ড, মিজোরামের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট রাজ্যগুলিতে ।এ বিষয়ে এনসিআরবি-র তথ্য বলছে, এদেশে ধর্ষণ বা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যাটা রীতিমত ভয় ধরানোর মতো। তার থেকেও বেশি উদ্বেগজনক এই ধরনের মামলাগুলিতে নিস্পত্তির হার। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই খালি হাতেই ফিরিতে হয় অভিযোগকারিণীকে। শুনলে অবাক হতে হয়, তথ্যগুলি ২০২২ সালের এক পরিসংখ্যান অনুসারে গোটা ভারতে প্রতি দেড় হাজার মহিলার মধ্যে অন্তত একজন কোনও-না-কোনও অপরাধের শিকার। এক লক্ষ মহিলার মধ্যে প্রায় ৬৭ জনকে কোনও-না-কোনও অপরাধের শিকার হইতে হইয়াছে। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারিলে এই অপরাধ প্রবণতা দিনের পর দিন আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। নারী সমাজকে অপরাধ প্রবণতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেমন আইনে কঠোর পদক্ষেপ কার্যকর করিতে হইবে অন্যদিকে সমাজের সচেতন মহলকে নারীদের রক্ষার জন্য আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়া নারীদের অধিকার সুরক্ষা করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। এজন্য সামাজিক সুরক্ষা সবচাইতে বড় উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিতে পারিলেই সমাজে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হইবে এবং নারীরা ধর্ষণ নির্যাতন সহ নানা অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

ব্যালন ডি’’অর : ২০০৩ সালের পর মনোনয়ন পেলেন না মেসি ও রোনাল্ডো

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো হীন এবারের ব্যালন ডি’অর-এর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে ফরাসি সাময়িকী ‘ফ্রান্স ফুটবল’। ৩০ জনের এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় গতবার জায়গা হারিয়েছিলেন মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এবার জায়গা পেলেন না রেকর্ড ৮ বারের জয়ী মহাতারকা লিওনেল মেসি। ২০০৩ সালের পর এই প্রথম এই দুই মহাতারকা মনোনয়ন পেলেন না।২০০৮ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র দু’’বার এই দু’’জন পাননি ব্যালন ডি’অর। ২০১৮ সালে লুকা মদরিচ ও ২০২২ সালে করিম বেনজেমা পেয়েছিলেন এই পুরস্কার। মেসি ও রোনাল্ডোকে ছাড়াই নতুন ফুটবল বিশ্বের পদযাত্রা শুরু হল। এ বছর নতুন কারোর হাতে উঠবে সোনালী গোলকটি।

উয়েফা নেশন্স লিগ, শুরু হচ্ছে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হচ্ছে উয়েফা নেশন্স লিগ। প্রথম দিনই মাঠে গড়াচ্ছে পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়ার হাইভোল্টেজ ম্যাচ। উরুগুয়ে শনিবার ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে ৫টায় প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে। ভারতীয় সময় ভোর ৪.৩০ মিনিটে গড়াবে লড়াই। আজ বৃহস্পতিবার রাতে উয়েফা নেশনস লিগে মাঠে নামবে পর্তুগাল ও স্পেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া, ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে লড়বে সার্বিয়া। ম্যাচ দুটি ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ মিনিটে শুরু হবে।পর্তুগালের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। স্পেন নামবে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে। ম্যাচ দুটি গড়াবে ভারতীয় সময় রবিবার রাত ১২.৩০ মিনিটে। সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে নেশনস লিগে ফ্রান্স প্রথম ম্যাচ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত ১২:৩০ মিনিটে গড়াবে লড়াই। ফ্রান্স দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ৯ সেপ্টেম্বর। রাত ১২:৩০ মিনিটে, প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম। একই সময়ে ইতালি মুখোমুখি হবে ইসরায়েলের।শনিবার ভারতীয় সময় রাত ১২:৩০ মিনিটে হাঙেরি মুখোমুখি হবে জার্মানির। দ্বিতীয় ম্যাচে জার্মানদের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। ডাচদের বিপক্ষে ম্যাচটি গড়াবে ১০ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময় ১২:৩০ মিনিটে। নেদারল্যান্ডস প্রথম ম্যাচ খেলবে বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনার বিপক্ষে। ম্যাচ গড়াবে ভারতীয় সময় শনিবার রাত ১২:৩০ মিনিটে।

ব্যালন ডি’অর ২০২৪ এর জন্য মনোনীত ৩০ পুরুষ ফুটবলার-

এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, জুড বেলিংহাম, ফিল ফোডেন, ফেডেরিকো ভালভার্দে, রুবেন দিয়াস,আর্লিং হালান্ড, নিকো উইলিয়ামস, গ্রানিত শাকা, আরতেম ডোভবিক, টনি ক্রুস,ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, দানি ওলমো, ফ্লোরিয়ান উইর্টজ, মারটিন ওডেগার্ড, ম্যাট হামেলস,কোল পালমার, হ্যারি কেইন, রদ্রি, ডেকলান রাইস, ভিতিনহা, লামিন ইয়ামাল, দানি কারভাহাল, উইলিয়াম সালিবা, বুকায়ো সাকা, হাকান কালহানগলু, কিলিয়ান এমবাপ্পে, আন্তোনিও রুদিগার, আদেমোলা লুকম্যান, আলেহান্দ্রো গ্রিমালডো এবং লাউতারো মার্তিনেজ।

স্বাধীনতার দু’বছর পরও বদলায়নি দেশের মুদ্রা

ভারত স্বাধীন হলেও তিনটি জিনিস বদলাল না ১৯৪৭ সালের পরেও। দেশের গভর্নর জেনারেল রয়ে গেলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, দেশের ধাতব মুদ্রায় রয়ে গেল রাজা ষষ্ঠ জর্জের ছবি, এমনকি পরের দু’বছরেও সালটিও ১৯৪৭-ই রেখে দেওয়া হল। বদল করা হল না রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরকে।

এক পিঠে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান ফটকের উপরে থাকা বাঘ, অন্য দিকে রাজা ষষ্ঠ জর্জের মুখ ১/৪ টাকা থেকে এক টাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এটিই।

তার চেয়ে কম দামের মুদ্রায় একটাই ছবি, রাজার মুখ, বাকিটা নকশা। আর ওয়াশারের মতো দেখতে মাঝে ফুটোওয়ালা এক পয়সা, তাতে রাজার পরিবর্তে রাজমুকুট। ১৯৪৭ সালে এমনই ছিল এ দেশের, মানে ব্রিটিশ ভারতের মুদ্রা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের দু’বছর এই একই মুদ্রা ছাপা চলল, মায় সালও বদল করা হল না।

লিডিয়া নাকি ভারত বিশ্বের কোথায় প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। নানা মুনি, নানা মত। মোটামুটি ২৭০০ বছরের ইতিহাসে মুদ্রারও নানা উত্থান-পতন ও পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতা ও আঞ্চলিক সীমা পরিবর্তন ও নানা দ্বন্দ্ব এই পরিবর্তনের কারণ। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব ও সাধারণতন্ত্র দিবসের ৭৫ বছরের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ৭৫-এ পা রেখেছে স্বাধীন ভারতের মুদ্রা, সংগ্রাহকদের পরিভাষায় যাকে বলে ‘‘রিপাবলিক ইন্ডিয়া কয়েনস অ্যান্ড নোটস’’।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় নতুন সংবিধান, নতুন জাতীয় পতাকার সঙ্গে সঙ্গে নতুন মুদ্রা তৈরির তোড়জোড়ও শুরু হয়ে যায়। দেশভাগের পরে ভারতে রয়ে যায় ব্রিটিশদের তৈরি সবচেয়ে পুরনো কলকাতা টাঁকশাল এবং বম্বে টাঁকশাল। সবচেয়ে নতুন লাহোর টাঁকশাল পায় পাকিস্তান। তবে নোট ছাপানোর জন্য প্রসিদ্ধ নাসিক থেকে যায় ভারতেই। দেশভাগের পরে পাকিস্তানের প্রথম টাকা যেমন এখানে ছাপা হয়েছে, তেমনই বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরেও নাসিকে তড়িঘড়ি ছাপা হয় তাদের প্রথম নোট। বিস্ময়কর তথ্য হল, স্যর চিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ বা সি ডি দেশমুখ এমনই এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর সই করা নোট ব্রিটিশ ভারত, বর্মা (কারেন্সি বোর্ড অব বর্মা) ও পাকিস্তানে লিগ্যাল টেন্ডার হিসেবে চালু ছিল। এমন নজির ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর কোনও গভর্নরের নেই।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়, দেশভাগও হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান নিজস্ব কয়েন চালু করে ইসলামিক চিহ্ন ব্যবহার করে। ভারত অবশ্য চট করে রাজা ষষ্ঠ জর্জের মুখের ছবি বদল করতে পারেনি। স্বাধীনতার পরের দু’বছর তাই সাল বদল না করে ১৯৪৭ সাল লেখা কয়েনই ছাপা হতে থাকে। সঙ্গে তৈরি হয় নতুন নকশা। তখন শিক্ষার হার খুব কম ছিল বলে, ব্রিটিশ ভারতের মুদ্রার আকার-আকৃতি বজায় রাখা হয়। পাই পয়সা বা ১/১২ আনা (সোজা কথায় ১/৩ পয়সা) এবং আধ পয়সা নতুন করে তৈরি না করার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মুদ্রাস্ফীতির জেরে এই দুই মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। নতুন মুদ্রায় রাজার নামের বদলে রোমান হরফে ‘‘গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া’’ লেখা এবং রাজার মুখের বদলে সারনাথ অশোক স্তম্ভশীর্ষ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়। কে প্রথম এই চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব করেন সে কথা জানা যায় না। তবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত এই চিহ্নকে ভারতের জাতীয় চিহ্ন করার নেপথ্যে ভীমরাও আম্বেডকরের অবদান রয়েছে বলে কথিত।

মুদ্রার যে দিকে মান বা ডিনোমিনেশন লেখা থাকে না, সেই দিককে বলে ‘‘রিভার্স’’। ‘‘রিভার্স’’ দিক স্থির হয়ে গেল। তা হলে সামনের দিক বা ‘‘অবভার্স’’ কেমন হবে? এ ক্ষেত্রেও সারনাথ অশোক স্তম্ভশীর্ষের বড় ভূমিকা রয়েছে। এই স্তম্ভশীর্ষে সিংহের পায়ের তলায় বেদিতে চারটি ধর্মচক্র ছাড়াও অন্যান্য পশু রয়েছে। সেখান থেকে এক পয়সায় (তখন ইংরেজি PICE বানান লেখা হত) ছুটন্ত ঘোড়া, আধ আনা ও এক আনা ও দু’’আনায় ষাঁড়ের ছবি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়। তার উপরে ১/৪ টাকা, ১/২ টাকা ও এক টাকার মুদ্রায় এমন কোনও চিহ্ন ছিল না, বদলে ছিল শস্যের শিস। তাই ১৯৫০ সালের এপ্রিলে চালু হওয়া মুদ্রা সহজেই ব্রিটিশ মুদ্রার সঙ্গে মিশে যায়। ধাতুর অভাবে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে এক পয়সাগুলি দেখতে হত ওয়াশারের মতো, এগুলিকে সাধারণ ভাবে ফুটো পয়সা বলা হত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে নতুন করে ফুটো পয়সা চালু করা হয়নি। এই সময় ৬৪ পয়সা বা ১৬ আনায় এক টাকা। ৪ আনা মানে ১৬ পয়সা, ৮ আনা মানে ৩২ পয়সা।

ইন্টারনেটে অনেকে হয়তো ময়ূরের ছবিওয়ালা দু’আনা দেখেছেন। মনে রাখতে হবে, ১৯৪৯ সালে এমন মুদ্রার নকশা হলেও তা কখনও চালু হয়নি। এই মুদ্রা শুধুমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাদুঘরে রয়েছে।

সেই সময় মুদ্রা জাল হওয়ায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১,০০০ ও ১০,০০০ টাকার নোট বাতিল করে দেওয়া হয়। স্বভাবতই নতুন মুদ্রা দরকার হয়ে পড়ে। তাই ১৯৪৯ সালে তড়িঘড়ি ১,০০০ টাকার নোট ছাপা হয়। সঙ্গে অন্য নোটও। অর্থাৎ নোটের বিচারে ৭৫ বছর চলছে স্বাধীন ভারতের নোটের। এগুলি কিছুটা থিম্যাটিক, অর্থাৎ নির্দিষ্ট থিমের ভিত্তিতে তৈরি। যেমন নতুন ১,০০০ টাকার নোটে ছাপা হল বৃহদীশ্বর মন্দির, যা পুরাকীর্তির অনন্য নিদর্শন। এই মন্দিরের ছবি ভারতের প্রথম ১,০০০ টাকার স্মারক কয়েনেও ছাপা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে আবার ১০,০০০ টাকার নোট এবং ওই বছরই প্রথম বার ৫, ০০০ টাকার নোট ছাপা হয়। এই সব নোট মূলত বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হত। পরে এগুলি বাতিলও হয়ে যায়।

এত দিন ঠিকঠাকই চলছিল, গোলমাল শুরু হল ১৯৫৭ সালে। সে বার ভারতে প্রথম দশমিক পদ্ধতিতে (ডেসিম্যাল সিস্টেম) মুদ্রা চালু হল। মানে ১০০ পয়সায় ১ টাকা। রাশিয়ায় ১৭০০ সালে ডেসিম্যাল কয়েন তৈরি হলেও ১৭০৪ সালে সেটি চালু করা হয়। ভারতে ১৯৫৭ সালে দশমিক পদ্ধতিতে নতুন মুদ্রা চালু করে প্রতিটি মুদ্রায় লিখে দেওয়া হয় সেটি ১ টাকার কত অংশ। এই সময় ১ টাকার ধাতব কয়েন তৈরি হয়নি, কাগজের কয়েন তৈরি হয়েছে। তাতে লেখা ‘‘সও নয়ে পৈসে’’, মানে ১০০ নয়া পয়সা।

কাগজের কয়েন। ঠিকই পড়ছেন। অন্যান্য নোট ইস্যু হয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে, সই থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের, কিন্তু ‘‘ইন্ডিয়ান কয়েনেজ অ্যাক্ট ১৯৪২’’ অনুযায়ী ১ টাকার কাগুজে নোট আসলে কয়েন, তাই এটি ইস্যু করে ভারত সরকার, সই থাকে কেন্দ্রীয় অর্থসচিবের।

নতুন সিস্টেম চালু করা খুব সহজ হয়নি। কারণ সরকারকে বিনিময়ের হার সংক্রান্ত লিফলেট বিলি করতে হয়েছিল। তখন লোকে তেমন লেখাপড়া জানতেন না। ফলে ঠকতে হত খুচরো কেনাকাটায়। নতুন সিস্টেমে ১/৪ টাকা মানে হল ২৫ নয়া পয়সা। পয়সা বানান রোমান হরফে Paisa, বহুবচনে Paise লেখা শুরু হল। বিনিময় তালিকা অনুযায়ী ছ’পয়সা মানে হল পুরনো এক আনা। চার আনা মানে ২৪ পয়সা। অথচ চার আনার বিনিময় রেট ২৫ পয়সা, এখানে ১ পয়সার গরমিল। তখন এক পয়সার বেশ দাম ছিল। কেউ চারটি এক আনা দিয়ে ২৪ পয়সার জিনিস কিনে এক পয়সা ফেরত পাবেন কি না, তা নির্ভর করত বিক্রেতার সদিচ্ছার উপরে। দোকানি অধিকাংশ সময়েই ফেরত দিতেন না। আবার ক্রেতা চারটি এক আনা দিলেও দোকানি অনেক সময় ২৫ পয়সার জিনিস দিতে রাজি হতেন না। আধ আনা মানে দু’পয়সা। তাই দু’টি আধ আনা নিয়ে গেলে ৪ নয়া পয়সার জিনিস পাওয়া যেত, এক আনা নিয়ে গেলে মিলত ছ’পয়সার জিনিস। এখানে লোকসানের মাত্রা আরও বেশি।

এই বন্দোবস্ত অবশ্য বেশি দিন চলেনি। ১৯৬৪ সালে পুরনো পয়সা বিমুদ্রীকরণ করা হয়। তবে টাকা এককের বিমুদ্রীকরণ হয়নি কোনও দিন। আমাদের দেশে বহু বার বিমুদ্রীকরণ হলেও ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর বিমুদ্রীকরণ সংক্রান্ত যে ঘোষণা করা হয়, সেটি নিয়েই সবচেয়ে বেশি হইচই হয়েছে।

নয়া পয়সার যুগ শেষ হওয়ার পরে তিন পয়সা চালু হয় ১৯৬৫ সালে। তাই তিন নয়া পয়সা ছিল না কোনও কালে। তারও পরে ২০ পয়সা চালু হয়, গোল ২০ পয়সা। ১৯৬৯ সালে চালু হয় ১০ টাকার কয়েন, প্রথম বার। রুপোর দাম বেড়ে যাওয়ায় ১৯৭২ সালের পরে আর কোনও দিন এক-ধাতব ১০ টাকার কয়েন মিন্ট করা হয়নি। ২০০৪ সালে পরীক্ষা করে, ২০০৫ সালে দ্বি-ধাতব ১০ টাকার কয়েন ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়া হয়। বর্তমানে দু’ধরনের দ্বি-ধাতব ২০ টাকার কয়েনও চালু রয়েছে। ১৯৮২ সালে প্রথম দু’টাকা ও ১৯৮৫ সালে প্রথম পাঁচ টাকা চালু হয়। প্রথম পাঁচ টাকার কয়েনটি ছিল ইন্দিরা গান্ধীর স্মারক বা ‘‘কমেমোরেটিভ কয়েন’’।

কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার স্মরণে প্রকাশিত মুদ্রাকে স্মারক মুদ্রা বা ‘‘কমেমোরেটিভ কয়েন’’ বলে। সাধারণ যে সব মুদ্রা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়, সেগুলিকে বলে ‘‘ডেফিনিটিভ’’ মুদ্রা, আলাদা কোনও বাংলা না থাকায় এটিকে মানক মুদ্রা বলা যেতে পারে।

স্বাধীন ভারতের নোট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লিগ্যাল টেন্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নেপাল-ভুটানে এ দেশের নোট চালু থাকার কথা বলছি না, ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভারতের নোট লিগ্যাল টেন্ডার হিসেবে চালু ছিল পারস্য উপসাগরের তীরে কুয়েত, বাহরিন, কাতার, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। এর মধ্যে ওমানে ভারতের নোট চালু ছিল ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। এই নোটগুলির নম্বর শুরু হত (প্রিফিক্স) দিয়ে। এই সময়ে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের জন্যও নোট ছাপানো হত, এগুলির প্রিফিক্স ছিল ভারতে এই দুই সিরিজের নোট লিগ্যাল টেন্ডার ছিল না। নোটের নম্বরের প্রিফিক্স ছাড়া নোটের বাকি ফিচার মোটামুটি একই থাকত।

১৯৫৭ সালে নয়াপয়সার চল শুরু হওয়া ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হলে, ২০১০ সাল আরও একটি মাইলফলক। এই বছর চিহ্ন মান্যতা পায়। পরের বছর, অর্থাৎ ২০১১ সাল থেকে তৈরি সব মুদ্রায় এই চিহ্ন ছাপা শুরু হয়।

কয়েন ছাপা হয় চারটি টাঁকশালে কলকাতা, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও নয়ডা। প্রতিটি কয়েনের চিহ্ন দেখে বোঝা যায় সেটি কোথায় তৈরি। নোট ছাপা হয় সিকিয়োরিটি প্রেসে। টাঁকশাল ও সিকিয়োরিটি প্রেসগুলিকে ২০০৬ সালে ভারত সরকার একটি ছাতার তলায় এনেছে, তার নাম ‘‘সিকিয়োরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড’’ (SPMCIL)। এর বাইরেও একটি সংস্থা নোট ছাপায়, তার নাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড (BRBNMPL), শালবনিতে একই শাখা রয়েছে। এটি ১৯৯৫ সালে স্থাপিত হয়।

এখন যে সব নোট চালু আছে, সেগুলিতে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্মারক ছাপা হয়েছে। ১০ টাকার নোটে কোণার্কের সূর্য মন্দিরের চাকা (ত্রয়োদশ শতক, ওড়িশা), ২০ টাকায় ইলোরা (অষ্টম শতক, মহারাষ্ট্র), ৫০ টাকায় হাম্পি (চতুর্দশ শতক, বিজয়নগর, কর্নাটক), ১০০ টাকায় রানি কাভাও (একাদশ শতক, চালুক্য, গুজরাত), ২০০ টাকায় সাঁচী স্তূপ (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতক, মধ্যপ্রদেশ) এবং ৫০০ টাকায় লালকেল্লা (১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ, দিল্লি)। এগুলি বিভিন্ন সময়ে তৈরি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলামিক ও মিশ্র শৈলীতে তৈরি স্থাপত্যের নিদর্শন। এর আগে প্রকৃতি, কৃষি, উন্নয়ন, মহাকাশ গবেষণা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় বেছে নেওয়া হলেও, এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। আরও দু’টি ব্যতিক্রম আমাদের দেশের নোটে আছে। ভারতে ১৯৬৯ সালে গান্ধীজির জন্মশতবর্ষ ছাড়া কখনও কোনও স্মারক নোট প্রকাশিত হয়নি। আর দ্বিতীয় তথ্যটিও চমকপ্রদ। ভারতের নোটে শুধুমাত্র গান্ধীজির মুখের ছবিই ছাপা হয়। বিশ্বে এমন কোনও দেশ সম্ভবত নেই, যেখানে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির ছবি কখনও ছাপা হয়নি (যদি সেখানে ব্যক্তির ছবি ছাপার চল থাকে)। না, বাংলাদেশও নয়।

২০২১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ‘‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’’-এর স্মারক বেরিয়েই চলেছে, তা হলে এটি ‘‘ডেফিনিটিভ’’, নাকি ‘‘কমেমোরেটিভ’’? মজা করে এটিকে ’’ডেফিমোরেটিভ’’ বলা শুরু হয়েছে। বাংলা কী হবে? স্মারণক মুদ্রা? বলা মুশকিল।

নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে অক্ষয় কুমার দত্তর ঐতিহ্যের বাড়ি

কিছুকাল আগে অক্ষয় কুমার দত্তর দু’শ বছর পূর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞানমনস্ক এই তপস্বী তৈরি করেছিলেন অজস্র বাংলা পরিভাষা। ধর্মান্ধতার সঙ্গে আপস করেননি কখনও। পুরাতত্ত্ব থেকে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে ভাষাতত্ত্ব, বহুসংস্কৃতির পুরোধা ছিলেন তিনি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই পরিভাষা। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ। ঘটাটোপের আড়ালে বালি-তে অক্ষয় কুমার দত্তর স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি এখন ধ্বংসের মুখে।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছিলেন তিনি। যেমন, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোতির্বিদ্যা, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিতি, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি দীর্ঘ। তাঁর গোটা জীবনটাই কীর্তিতে ভরা। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বাড়ির হাল কী দেখতে গেলাম বালি-তে। জিটি রোডের ধারে বিশাল অঞ্চল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে কয়েক মিনিট হাঁটলেই গঙ্গা। স্থানীয় দুই প্রবীন ব্যক্তি বাঁধানো ঘাটে বসে গল্প করছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, ‘‘ছেলেবেলায় গিয়েছি ওই পোড়ো বাড়িতে। পরে কে বা কারা বাড়ির জানলা দরজা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছে। বহু যুগ হল কেউ ঢোকেনা। আপনিও কিছুতেই যাবেন না। যে জঙ্গল বাড়িটা ঘিরে রেখেছে সেখানে প্রচুর বিষধর সাপ। ঢুকলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঢুকবেন। প্রবেশপথ এই রাস্তার ধারে নয়। ওপাশে মূল রাস্তার ওপর।’’

বালির দেওয়ানগাজিতে ভগ্নপ্রায় দোতলা ইটের পাঁজর বেরোনো সেই বাড়ি ঘিরে গজিয়ে উঠেছে আগাছার জঙ্গল। দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে গাছের শিকড়, লোহার বিম। এক ঝলক দেখে ‘হানাবাড়ি’ বলে মনে হয়। বেশ কয়েক বিঘা জমির একধারে পরিত্যক্ত বাড়ি। টিন আর বাঁশ দিয়ে ঘেরা। বাকি অংশে একটি কারখানা। ম্যানেজার শৈলেন রায় বাড়ির ছবি তোলার অনুমতি দেননি। অক্ষয়কুমার দত্তর বাড়ি সংরক্ষণে আপনাদের কারখানার আপত্তি আছে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘মালিক আমাদের এই জমি ব্যবহার করতে দিয়েছেন। মালিকের নাম সুরজিৎ দত্ত।’’ তাঁর ফোন নম্বর দিতে অস্বীকার করেন শৈলেনবাবু। তবে মালিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর শৈলেনবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘‘অক্ষয়কুমারের বাড়ি নিয়ে আমরা কেউ কিছু বলতে পারব না। বাড়িটা তৈরি হয়েছে ওনার মৃত্যুর পর।’’

গবেষক রাণা চক্রবর্তী জানিয়েছেন,কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে চাইছিলেন অক্ষয়কুমার। বালিতে জায়গা দেখে বাড়ি করে থাকতে শুরু করলেন। লাগোয়া জমিতে তৈরি করলেন ‘শোভনোদ্যান’ — উদ্ভিদবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্র। ৩৮ রকমের বৃক্ষ, ১৫ রকমের ফুল বা সুদৃশ্য নানা গাছ, ১৬ রকমের মশলাজাতীয় গাছের কথা পাওয়া যায় নানা জনের বিবরণে।

অক্ষয়কুমার রচিত তিন খণ্ড ‘চারুপাঠ’ ছাত্রমহলে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তাই বিদ্যাসাগর এই উদ্যানের নাম দিয়েছিলেন ‘চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ’। বাড়ির ভিতরেও তৈরি করেছিলেন একটি ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। সেখানে ছিল বিভিন্ন যুগের প্রস্তরখণ্ডের নমুনা, ফসিল। শরীর সঙ্গ দিত না, তবু কলকাতা জাদুঘরে বা শিবপুর বোটানিক্যাল উদ্যানে যেতেন নিয়মিত। জাদুঘরে লাঠি নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বলে সঙ্গীর কাঁধে ভর রেখে চলতে হত। সঙ্গীর হাতে থাকত বই। সেখানে ছাপা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু। বালির বাড়িতেই একা, নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন ‘ধর্মনীতি’র লেখক। পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল। অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র রায় তাঁর দেখাশোনা করতেন। ১৮৮৬-র ২৮শে মে, ছেষট্টি বছর বয়সে যখন প্রয়াত হন, তখন তাঁর পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চার বছর বয়স। এই সত্যেন্দ্রনাথই পরে বাংলা কবিতায় ‘ছন্দের জাদুকর’ বলে খ্যাত। পিতামহকে ‘হোমশিখা’ কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে লিখেছিলেন ‘বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল/ আমার পূজ্যপাদ পিতামহ’।

বাড়িটি সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন বাংলাদেশের গবেষক মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম। অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সাইফুল। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে অক্ষয়-গবেষণায় নিবিষ্ট রয়েছেন। এর মধ্যেই তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (২০০৫), বিজ্ঞানবুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ (২০০৬), অক্ষয় কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা (২০০৯) নামে কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে অক্ষয়কুমার দত্তের এক অসামান্য মানসপরিচয়, যেখানে তিনি একাধারে বাংলা গদ্যের নির্মাতা, দার্শনিক, চিন্তানায়ক, বাঙালির প্রথম সমাজবিজ্ঞানী ও বাংলায় বিজ্ঞানসাধনার পথিকৃৎ। আজও তাঁর মুক্তচিন্তার গুরুত্ব সমান ভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করেন সাইফুল। শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, অশোক মিত্র, জ্যোতিভূষণ চাকী প্রমুখের সংস্পর্শে ও উৎসাহে সাইফুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন।

বাড়িটিকে ২০০৬ সালের মে মাসে ‘হেরিটেজ’ তকমা দেয় রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। ওই সময়ে রাজ্য সরকারের তরফে বাড়ির সীমানা পাঁচিলের বাইরে একটি বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, বোর্ড লাগানোই সার। তার পরে আর কোনও দিন ওই বাড়ির সংস্কারে প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। এর পর বালির কয়েক জন বাসিন্দা ফের ওই বাড়িটির সংস্কারের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন-নিবেদন শুরু করেন। তাতেও কাজ এগোচ্ছে না।

ওই বাড়িতেই জীবনের শেষ তিরিশটি বছর কাটিয়েছেন ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রবর্তক এবং বাংলায় বিজ্ঞান ভাবনার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৮৬ সালের ১৮শে মে ৬৬ বছর বয়সে বালিতেই মারা যান অক্ষয়বাবু। দীর্ঘদিনের অবহেলা ও সংস্কারের অভাবে প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থায় ‘শোভনোদ্যান’ নামের সেই বাড়ি।

অক্ষয়বাবুকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই থেকে জানা যায়, বালি ও কলকাতায় আয়োজিত তাঁর স্মরণসভায় পরিকল্পনা করা হয়েছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণাকে সহজ বাংলায় প্রকাশ করা ওই লেখকের একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হবে। পরে অবশ্য কিছুই হয়নি। রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যান, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বেশ কিছুকাল আগে সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, ‘‘বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আলোচনাও করেছি ওই বাড়ি নিয়ে। অক্ষয়কুমার দত্ত অত্যন্ত গুণী মানুষ ছিলেন। তিনি বাঙালির গর্ব। সেই হিসেবে চেষ্টা করছি যদি কিছু করা যায়।’’

ক’দিন আগে এই প্রতিবেদক তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন ‘‘বাড়িটা বাঁচানোর আর উপায় আছে?’’ শুভাপ্রসন্নবাবু বলেন, ‘‘হ্যাঁ। বিষয়টা বিস্তারিত জানি। অক্ষয় কুমার দত্তর ওই বাড়ি বাঁচানোটা আমাদের কর্তব্য। উনি যে যুগান্তকারী কাজ করেছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। বাড়িটা দখল করে রাখা হয়েছে। হেরিটেজ কমিটির কিছু সদস্য ভীষণভাবে চান এই স্মৃতি রক্ষা পাক। তাঁরা দেখে এসে সচিত্র রিপোর্ট দিয়েছেন। আশা করি কিছু একটা করতে পারব।’’

শুভাপ্রসন্নবাবুর আগের আশ্বাস রয়ে গিয়েছে তাঁর মুখের কথাতেই। এবারের আশ্বাস কতটা কার্যকরী হয়, সময়ই তার উত্তর দেবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

5-09-24.pmd 1 05-09-2024, 11:56

অটোমেটিক ট্রেন এগজামিনেশন সিস্টেমঃ সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও একটি পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিউ জলপাইগুড়ির রোলিং ইন এবং রোলিং আউট পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমবারের জন্য একটি প্রোটোটাইপ অটোমেটিক ট্রেন এগজামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস) স্থাপন করা হয়েছে। এটিইএস হলো একটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স ভিত্তিক প্রযুক্তি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রোলিং স্টকের ছবি ও ভিডিওর মতো ভিজুয়াল তথ্যের ক্যাপচারিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা।

এটিইএস ইউনিটে ৪টি ক্যামেরা এবং ৪টি সেন্সর রয়েছে, যেগুলি রেলওয়ে ট্র্যাকের উভয় পাশে স্থাপন করা হয়। এই রেলওয়ে ট্র্যাকের মধ্য দিয়ে ট্রেন অতিক্রম করার সাথে সমস্ত ক্যামেরা ও সেন্সর সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং ট্রেনটির প্রত্যেকটি গতিবিধি নিরীক্ষণ করে। এভাবে ট্রেনের অ্যাক্সেল বক্স বিয়ারিঙের পাশাপাশি চাকার তাপমাত্রা সেন্সরের মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়। এরপর, তাপমাত্রা নিজের সীমা অতিক্রম করলে সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেমের দ্বারা সতর্ক বার্তা প্রেরণ হয়। যে কোনও ত্রুটি আগে থেকে চিহ্নিত করতে পারলে সময় অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির সুবিধা হয়, ফলে ট্রেনের সুরক্ষা উন্নত হয় এবং যে কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার আশঙ্কা হ্রাস পায়। এটিইএস ওয়াগনের কোচ নম্বরও চিহ্নিত করতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে ট্রেনের সময়সূচি ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কোচ নম্বর চিহ্নিতকরণ অ্যাক্সেল নম্বরের সাথে সিংক করা যেতে পারে, যার ফলে আরও বেশি বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। ট্রেনের দরজা বন্ধ রয়েছে, না খোলা রয়েছে অথবা সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটিইএস পরীক্ষা করতে পারে। রিয়াল-টাইম ভিত্তিক দরজার অবস্থা পরীক্ষা করে সিস্টেমটি সম্ভাব্য বিপদ ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ট্রেন চালক ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের সতর্ক করে দিতে পারে, সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে এবং পরিষেবার বাধা প্রতিরোধ করতে পারে। এটিইএস বর্তমানে পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে রয়েছে এবং এর কর্মপদ্ধতিতে ক্রমাগতভাবে আরও সংশোধন করা হবে।

উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা ও কম খরচের পাশাপাশি ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা উন্নত করতে এই রোলিং স্টক হেল মনিটরটি লাভজনক হবে। একবার সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষম হয়ে উঠলে এই সিস্টেমটি ট্রেনের সম্ভাব্য বিপদ বহু পরিমাণে হ্রাস করবে।

ই পি এফ এর কেন্দ্রীভূত পেনশন প্রদান ব্যবস্থার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : ই পি এফ কর্মচারীদের পেনশন এখন দেশের যে যেকোন ব্যাংক ও শহর থেকে তোলা যাবে। কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন ইপিএফ কর্মচারীদের পেনশন প্রকল্প, ১৯৯৫-এর জন্য সেন্ট্রালাইজড পেনশন পেমেন্ট সিস্টেম (সিপিপিএস)-এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। সিপিপিএস এর এই কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা অনুমোদন পাওয়ার ফলে এখন ভারত জুড়ে যে কোনও ব্যাঙ্ক এর যে কোনও শাখার মাধ্যমে পেনশন গ্রহণ করা যাবে। যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই সুবিধা আগামী বছরের ১ জানুয়ারিতে সূচনা হবে।

এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মনসুখ ম্যান্ডভ্য বলেন, 'সেন্ট্রালাইজড পেনশন পেমেন্ট সিস্টেম(সিপিপিএস) এর অনুমোদন ইপিএফও-র আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। দেশের যে কোনও ব্যাঙ্ক, যে কোনও শাখা থেকে পেনশনপ্রাপকরা পেনশন গ্রহণ করতে পারবেন। এই পদক্ষেপ পেনশনভোগীদের দীর্ঘস্থায়ী একটি চ্যালেঞ্জ এর সমাধান করতে চলেছে এবং নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। তিনি বলেন ইপিএফও-কে আরও শক্তিশালী, সংবেদনশীল এবং প্রযুক্তি-সক্ষম সংস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত বর্তমান এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইপিএফ এর সদস্য এবং পেনশনভোগীদের আরো উত্তম পরিষেবা দিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

কেন্দ্রীভূত পেনশন প্রদান ব্যবস্থা একর্কর হলে ইপিএফও-র ৭৮ লক্ষেরও বেশি ইপিএস পেনশনভোগী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি এবং ব্যাঙ্কিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এটি পেনশনভোগীদের জন্য আরও দক্ষ, সুষ্ঠু এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব সুবিধা দেওয়া যাবে। যখন পেনশনভোগী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যান বা তাঁর ব্যাঙ্ক বা শাখা পরিবর্তন করেন, তখন সিপিপিএস পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও) এক অফিস থেকে অন্য অফিসে স্থানান্তরের প্রয়োজন ছাড়াই সারা ভারতে পেনশন বিতরণ নিশ্চিত হবে, এবং তা পেনশনভোগীদের জন্য বড় স্বস্তিদায়ক হবে। পরবর্তী পর্যায়ে, সিপিপিএস আধার-ভিত্তিক অর্থপ্রদান ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে।

রাজ্য চারুকলা পর্ষদ থেকে সরে দাঁড়ালেন বিশিষ্ট শিল্পী প্রদোষ পাল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): 'রাজ্য চারুকলা পর্ষদ' থেকে সরে দাঁড়ালেন বিশিষ্ট শিল্পী প্রদোষ পাল। বৃহস্পতিবার তিনি এ কথা ঘোষণা করেছেন।

আর জি কর-কাণ্ডের বেশ ক'দিন ধরেই সামাজিক মাধ্যমে তিনি তাঁর কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এ দিন তিনি লিখেছেন, "আমি কলকাতার বাইরে, অফিসিয়ালি এখনই সম্ভব হচ্ছে না। আপাতত জানিয়ে রাখি রাজ্য চারুকলা পর্ষদের সদস্য পদ থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলাম।"

এর ঠিক আগেই তিনি অন্ধকারে সামাজিক মাধ্যমে 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে' গানটি ভিডিয়োতে পরিবেশন করেন। লেখেন, "কলকাতা থেকে অনেক দূরে আছি। চাইলেও নানান প্রতিবাদী কর্মসূচিতে নিজেকে রাখতে পারছিনা। আজ রাতে আলো বন্ধ করে যে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে দূরে থেকেও একটু অন্যভাবে আমিও সামিল হলাম। আলো বন্ধ করে গান গাইলাম একটা। যদিও রজনীকান্ত সেনের গানটা সকালের, কিন্তু এটাই মাথায় এল আজ।চাইছিলাম না এত আলো, মোবাইল তার মতো আলো বাড়িয়ে নিল! কি আর করার!"

No.F. 1(24)-PO (N)/DMN/2013/324
Dated, Dharmanagar, the 3//08/2024
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned is hereby inviting seal quotation from Bonafide (North Tripura) local individuals or registered firms to quote the rate within 11th. September 2024 for hiring 1(one) no. of light vehicle ECCO with commercial registration which is not registered before 01/01/2024, with valid documents for hiring at monthly rental basis for a period of 7th, Month from September 2024 to 31st. March 2025 for performing official duties by the District Hub for Empowerment of Women, North Tripura, Dharmanagar. The sealed Quotation will be received from 06th. Sept.' 2024 to 11th Sept. 24 from 11:00 A.M.to 3:00 P.M. and will be opened on 11th. September 2024 at 04:30 P.M. at the chamber of the District Programme Officer, Social Welfare & Social Education (DISE), North Tripura, Padmapur, Dharmanagar. The vehicle will be utilized anywhere within the state of Tripura. The interested vehicle owner/firms may quote the rate in both figure and in words in the proscribed format accepting all term and conditions which may be available from the office of the District Programme Officer, Social Welfare & Social Education (DISE), North Tripura, Padmapur, Dharmanagar, in the premises of DPO office, North Tripura on any working day from 11:00 AM to 3:00 P.M. before 11th. September 2024. No quotation will be accepted after the date and time as fixed above.

Sl. No.	Particulars/Items	Detention Charges	Rate per Kms	Extra duty charge case of Night Duty
1	1 (one) no. Maruti-ECCO	Rs.	Rs.	Rs. ....

Details Short Notice Inviting Quotation, Terms and conditions, can be collected from the Office of the District Programme Officer, SW & SE, (DISE) North Tripura, Padmapur, Dharmanagar on any working day
ICA/C/ 1457/24

Sd/- (Prasenjit Debbarma) DISE, In-charge
O/o the Dist. Programme Officer, SW & SE, North Tripura, Member Secretary,
Mission Shakti District Level Implementing Committee

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/EE/PWD(R&B/AMB/2024-25
Dt. 30-08-2024

'The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate /-item-rate e-tender in single bid/ two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD /TTAADC/MES/CPWD/Railway / Gov't Organization of other State & Central for the

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No.: CE(Building)/PWD/ACE/Project unit/ DNIT/26/2024-25	13,01,68,833.00	26,03,377.00	540(Five Hundred Forty) Days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 30-09-2024
Time and date of opening of technical bid at 16.00 Hrs on 30-09-2024
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/ 1461/24

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD
(R & B) Ambassa, Dhalai Tripura

গবেষণায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রভাব: বছরে ৬০-৭০ হাজার শিশুর জীবন রক্ষা পাচ্ছে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : নেচার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এবং ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া এবং ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকদের রচিত সাম্প্রতিক ও নতুন একটি গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে ভারতে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নির্মূল করার ফলে, বছরে প্রায় ৬০-৭০ হাজার শিশুর মৃত্যু রোধে এক বড় অবদান রেখেছে।

এই গবেষণায় দেখা যায় যে, ইউপিএ-১ এর সময়কালে স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্য বিধির সুবিধা সম্প্রসারণে ন্যূনতম অগ্রগতি হয়েছিল এবং এমনকি কিছু জেলাতে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর বিধি মেনে চলার সুবিধাই হ্রাস পেয়েছিল!

ইউপিএ-১-এর সময় সামাজিক ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে কংগ্রেসের যে দাবি তা ঠিক মেলে না। বরঞ্চ, এমনকি শৌচাগারের মতো মৌলিক সুবিধা প্রসারের হারও তখন হ্রাস পেয়েছে! মোদী সরকারের সময়কালে, শৌচালয় এর সংখ্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নির্মূল করা হয়েছে। নলবাহিত জল সরবরাহের কভারেজ ১৬ু থেকে বেড়ে ৭৮ু হয়েছে এবং ১১ কোটিরও বেশি পরিবারকে পরিচ্ছন্ন রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অধিকতর উত্তম সামাজিক ও স্বাস্থ্যের প্রভাবের ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রবর্তনের পর আইএমআর, শিশু মৃত্যুর হার তিনগুনকমেছে ঊগবেষণাপত্রে আরও প্রকাশ হয় যে শিশু মৃত্যুর হার (আইএমআর) ২০০০-২০১৫ এর তুলনায় ২০১৫ থেকে ২০২০ এর মধ্যে তিনগুণ বেশি গতিতে হ্রাস পেয়েছে। এটি শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ভারত মিশনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব বলে দাবি করা হয়।

হিসেব অনুসারে, ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে আইএমআর মাত্র ৩ু বার্ষিক হ্রাস হয়েছিল, সেখানে স্বচ্ছ ভারত মিশন বাস্তবায়নের পর সময়কালে আইএমআর হ্রাসের হার ৮-৯ু -এ পৌঁছেছিল।

গবেষণাপত্রে আরো দেখানো হয় যে, আইএমআর হার ২০১৪ সালে ৩৯ থেকে ২০২০ সালে ২৮-এ নেমে আসে, শহর ও গ্রামীণ আইএমআর-এর মধ্যে ব্যবধানও ১২ পয়েন্টে নেমে এসেছে।

গবেষণাপত্রে আরও প্রকাশ যে জেলাগুলিতে শৌচাগারের উচ্চ হরে প্রসার ঘটার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, মাতৃ স্বাস্থ্য এবং প্রসবকালীন যত্নের উন্নতি সহ অধিকতর ভাল স্বাস্থ্যের প্রভাব অর্জিত হয়েছে। শৌচাগারের সংখ্যাও উচ্চ হরে বৃদ্ধির ফলে অধিকতর সংখ্যক মহিলা ও শিশুদের পোষণ অভিযান এবং পিএম মাতৃ বন্দনা যোজনার মতো পুষ্টি পরিষেবাগুলির সুবিধা নেবার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। গবেষণাপত্রে আরও প্রকাশ যে স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা গেছে এমন জায়গাগুলিতে যেখানে নল বাহিত জল সরবরাহের সংখ্যা অধিক।

ফলে, জল জীবন মিশন বাস্তবায়িত হওয়ার সাথে স্বচ্ছ ভারতের ইতিবাচক স্বাস্থ্য সুবিধা আরও বৃদ্ধি হয়ে থাকবে। ওই গবেষণাপত্র অনুযায়ী, প্রায় ১২ কোটি গ্রামীণ বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৫ বছরে গ্রামীণ এলাকায় পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের পরিধি ১৬ু থেকে বেড়ে ৭৮ু হয়েছে!

বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু হত্যা নিয়ে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "এবার পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ভেবে দেখুন, কী করবেন?" বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু হত্যা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু হত্যা করা একটা আগেকার দিনের বড়লোকদের পাখি শিকার করার মত ব্যাপার। আজকাল একটা অজুহাত দরকার হয়, আগে তাও হত না। সবচেয়ে সুবিধার অজুহাত হচ্ছে, "এ ফেসবুকে আমাদের 'মহানবীকে' অপমান করেছে"। এটা মনে করবেন না যে হাসিনার আমলে এটা হত না। ২০১৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে রস দাস নামক এক নিরক্ষর মৎস্যজীবী যুবকের নাম ওই একই অপবাদ দিয়ে ৩০০ হিন্দুর বাড়ি পুড়ানো হয়েছিল। ২০২১ সালে কুমিল্লায় দুর্গাপ্রতিমার নীচে একখানা কোরান গুঁজে দিয়ে জনাদশেক হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল।

এগুলো হাসিনার হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে ফ্লার্ট করার ফল, কিন্তু সেটাও আসল কারণ নয়। আসল কারণ জিহাদ, যা ইসলামের মধ্যে ওতপ্রোত আছে। মুসলমান অমুসলমানকে মারবেই, এটা ওদের ধর্মীয় কর্তব্য।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য যুগ্ম ভারপ্রাপ্ত সায়ন চক্রবর্তী এক্স হ্যান্ডলে এ দিন লিখেছেন, "১৮ বছর বয়সী খুলনার কলেজ ছাত্র উৎসব মণ্ডলকে গতকাল পিটিয়ে হত্যা করেছে এক পাল জিহাদির বাচ্চা। হত্যা করেছে সেনাবাহিনীর সামনে। হ্যাঁ সেনাবাহিনীর কেউই উৎসবকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি, বর্বর জিহাদি খুনীদের হাতে নিরীহ একটি তরুণকে মরতে দিয়েছে। উৎসবের দোষ কী? সে নাকি মহানবীকে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি করেছিল কবে। তাই মহানবীর আদর্শে বেড়ে ওঠা মহানবীর বীর সৈনিকেরা উৎসবকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনীও ধর্মান্ধ, সেনাবাহিনীও জিহাদি এবং জঙ্গি সমর্থক। সেনাবাহিনীও উৎসব হত্যার উৎসবে সামিল হয়েছে।"

Notice Inviting Request for Proposal (RFP)

Department of Fisheries, Government of Tripura invites Request for Proposal (RFP) through e-Procurement Portal of Government of Tripura from eligible Consulting Firm/ Agency for Preparation of Detailed Techno Economic Feasibility Report for setting up of Integrated Aqua Park, at Satero Miyan Haur area under BC Nagar, Kailashahar Sub-Division, Unakoti District, Tripura under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). Detailed RFP notice can be obtained from https:// tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of proposal: 18th September, 2024 at 1500 hours (IST).
ICA/C/1439/24

Director of Fisheries,
Govt. of Tripura
Gurkhabasti, P. N. Complex,
Agartala, West Tripura,
PIN-799006

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/NIT/EE/PWD/AMP/2024-25
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/3369-3437

Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.
Dated: 03-09-2024
Last date and time for document downloading and bidding: -10-09-2024 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 10-09-2024 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT NO:-23/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs. 5,79,580.00	Rs.11,592.00	365 Days	Appropriate Class
2	DNIT NO:- 24/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.3,73,840.00	Rs.7,477.00	365 Days	
3	DNIT NO:- 25/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.3,73,840.00	Rs.7,477.00	365 Days	
4	DNIT NO:- 26/DNIT/R /EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.3,73,840.00	Rs.7,477.00	365 Days	
5	DNIT NO:- 27/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.3,73,840.00	Rs.7,477.00	365 Days	
5	DNIT NO:- 28/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.3,73,840.00	Rs.7,477.00	365 Days	

All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C/1442/24

Executive Engineer
Amarpur Division, PWD (R&B)
Amarpur, Gomati Tripura
Appropriate Class

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 20, 21 and 22 /EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 Dt. 02/ 09/2024. The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e-tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 23/09/24 for the following works:-

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of Bidding	Time for completion	Date of opening
1	Construction of School building of Chatakchari HS School under Rupaichari Block of South Tripura under PM Shri Scheme. (ACR Pre - 3U, ACR - 2U, Bio Lab and Com Lab with Toilet Block - 2U) PNIeT No. 20/ EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25. DNIet No. 16/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25.	Rs. 1,41,49,321.00	Rs. 2,82,986.00	Up to 15.00 Hrs on 23/09/2024...	365 days.	24/09/2024 on 11.00 AM.
2	Repair/Renovation of Bhagat Sing English Medium School under West Tripura 2024-25. PNIeT No. 21/EE/ENGG.CELL/DSE/2023-24 DNIet No. 17/EE/ENGG.CELL/DSE/2023-24.	Rs. 11,58,632.00	Rs. 23173.00	Up to 15.00 Hrs on 23/09/2024...	90 days.	24/09/2024 on 11.00 AM.
3	Construction of additional Class room 02 two units at Padmanagar JB School under Charilam Block of Sepahijala 2023-24 PAB. PNIeT: 22/ EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 DNI e T: 18/SE/ENGG.CELL/DSE/2023-24.	Rs. 35,14,500.00	Rs. 70,290.00	Up to 15.00 Hrs on 23/09/2024...	240 days.	24/09/2024 on ,11.00 AM.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
ICA/C-1545/24

Executive Engineer,
Engineering Cell, Directorate of Secondary Education,
Agartala, West Tripura.

PNIT NO.: 32/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 Date 02/09/2024

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

SL. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1. i)	PNIT No. 32/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 & DNIT No.25/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25	Upto 3.00 pm On 01/10/2024	At 4.00 pm on 01/10/2024 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1449/24

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/EE(PWD)/BLN/2024-25
DATED, 02-09-2024

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 11-09-2024 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No. 23/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25	₹24,23,702.00	₹48,474.00	180 (One hundred eighty) days	Appropriate Class
2.	DNIT No. 24/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25	₹24,25,537.00	₹48,511.00	180 (One hundred eighty) days	
3.	DNIT No. 25/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25	₹24,25,594.00	₹48,512.00	180 (One hundred eighty) days	
4.	DNIT No. 26/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25	₹24,26,221.00	₹48,524.00	180 (One hundred eighty) days	
5.	DNIT No. 27/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25	₹24,23,675.00	₹48,474.00	180 (One hundred eighty) days	
6.	DNIT No. 28/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25	₹24,21,025.00	₹48,421.00	180 (One hundred eighty) days	
7.	DNIT No. 29/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25	₹24,25,538.00	₹48,511.00	180 (One hundred eighty) days	

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 3.00 PM on 11-09-2024
- Time and date of opening of bid: At 4.00 PM on 11-09-2024
- Cost of Tender document: *.1000/-
- Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in

For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbin2006@gmail.com.
ICA/C/1451/24

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer, Belonia Division,
PWD(R&B) Belonia, South Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন কোন খাবার রোজ পাতে রাখলেই সৌন্দর্যের জন্য ভালো

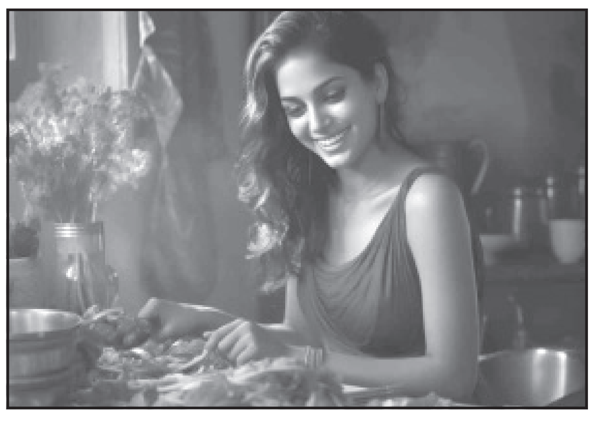

চুলের বৃদ্ধি, চুল মজবুত রাখায় কেরাটিনের উপযোগিতা কথা অনেকেরই জানা। বায়োটিন এই কেরাটিনের কর্মক্ষমতা আরও কয়েক গুণ বাড়াতে পারে। ত্বকের পুষ্টি থেকে শুরু করে নখের সৌন্দর্য সব কিছুর পিছনেই রয়েছে এই বায়োটিন। যতই রূপচর্চা করুন আর দামি প্রসাধনী ব্যবহার করুন না কেন, ভিতর থেকে ত্বক ও চুলের জেল্লা বাড়াতে হলে বায়োটিন লাগবেই।

কী এই বায়োটিন? এই বিষয়ে পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, বায়োটিন হল ভিটামিন বি সেভেন। "ভিটামিন এইচ" বলেও পরিচিত বি কমপ্লেক্স গ্রুপের এই ভিটামিন। বায়োটিন শুধু যে ত্বক, চুল বা নখের সৌন্দর্য বাড়ায় তা নয়, এটি শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন। পরিপাকে সাহায্য করে, স্নায়ুতন্ত্র, লিভার, কিডনির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনেক সময়ে চুলের রং পাল্টে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ত্বকে এগজিমার মতো লক্ষণ দেখা দেয়। নখ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে কার্যকরী সমাধান হতে পারে বায়োটিন। শম্পার পরামর্শ, এর জন্য ওষুধ বা সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। রোজের খাওয়াদাওয়া থেকেই বায়োটিন পাওয়া যাবে। কোন কোন খাবারে বায়োটিন আছে?

কলা- বংশগত কিংবা অন্যান্য শারীরিক কারণ ছাড়া যদি চুলের অকালপক্কতা, চুল পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়, তা হলে কলা খুব উপকারী হতে পারে। প্রতি ১০০ গ্রাম কলায় ০.৩ মাইক্রোগ্রাম বায়োটিন রয়েছে। সঙ্গে ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি৬ রয়েছে, যা চুলের গোড়া মজবুত করে চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

অ্যাভোকাডো- এক একটি অ্যাভোকাডোতে প্রায় ২-৬ মাইক্রোগ্রাম করে বায়োটিন আছে। সেই সঙ্গেই রয়েছে ভিটামিন ই এবং সি, যা চুল ও ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। অ্যাভোকাডোর তেলে থাকা ভিটামিন ডি চুলের গোড়া মজবুত করে, চুল ঝরে পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান সমৃদ্ধ এই তেল ত্বকের লালচে ভাব, ব্রণ, দূর করতে সাহায্য করে।

সূর্যমুখীর বীজ- ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর সূর্যমুখীর বীজ। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক। পাশাপাশি, ত্বকের জেল্লা বাড়াতে ভিটামিন ই-এর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এতে থাকে বি ভিটামিন। বায়োটিন ও ভিটামিন বি-১ (থিয়ামিন) শরীরের জন্য খুব উপকারী। টক দই, ওট মিলের উপর ছড়িয়ে খেতে পারেন সূর্যমুখীর বীজ। বিভিন্ন ধরনের বাদাম, যেমন আখরোট, পেস্তা, কাঠাদামের সঙ্গেও এই বীজ খেতে পারেন।

মাশরুম- মাশরুম খাওয়া শরীরের জন্য খুব ভাল। প্রতি ১০০ গ্রাম মাশরুমে ৭ মাইক্রোগ্রামের মতো বায়োটিন থাকে, যা চুল, ত্বক, নখ সবের জন্য উপকারী। এতে পটাশিয়াম ও সেলেনিয়ামও আছে, যা চুলের গোড়া মজবুত করে, মাথার তালুতে চুলকানি সমস্যাও দূর করতে পারে।

ডিম- একটি ডিমে প্রায় ১০ মাইক্রোগ্রাম বায়োটিন থাকে। মূলত ডিমের কুসুমে থাকে বায়োটিন। পাশাপাশি, ডিমে থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও অন্যান্য খনিজ উপাদান, যা ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারে।

শম্পা বলছেন, বেশি পরিমাণে মিষ্টি, ভাজাভুজি ও মশলাদার খাবার খেলে তার সরাসরি প্রভাব ত্বক ও চুলে পড়ে, এর কারণেই হল, তখন আর বায়োটিন ও অন্যান্য ভিটামিন কাজ করতে পারে না। তাই ওষুধ ছাড়াই শরীরে বায়োটিনের পর্যাপ্ত জোগান রাখতে সুষম খাবার খেতেই হবে।

হালকা গরম জলে গা ভেজালে ক্লান্তি কমে

দিনভর কাজের শেষে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করলে বেশ আরাম হয়। গায়ে ব্যথাও কমে এতে। হালকা গরম জলে স্নানের বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঠান্ডা জলে স্নানে শরীরের কোনও ভাল হয়? বিশেষত গরমের দিনে বা সারা দিন ঘোরাঘুরি করে ঘেমে গেলে শরীরও চায় শীতল স্পর্শ। এতে কোন উপকার হবে?

১. গায়ে রেশ্য হলে বা ঘামের জেরে গা চুলকালে ঠান্ডা জলের স্পর্শ শরীরকে ঠান্ডা করে। প্রদাহ, চুলকানি কমাতে সাহায্য করে। বিশেষত শরীর গরম থাকলে ঠান্ডা জলে স্নান করলে স্বস্তিবোধ হয়। আঘাত লাগলে বা রক্ত জমাট বেঁধে গেলে ঠান্ডা জল, বরফ দিতে বলা হয়। যাতে তাড়াতাড়ি রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। শরীরে প্রদাহ কমাতে, কার্ডিয়োভাসকুলার নানা প্রকার রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে ঠান্ডা জলে স্নান।

২. ঠান্ডা জলে স্নান করলে বিপাকহারের গতি বৃদ্ধি হয়। ঠান্ডা জলে স্নান করার পর দেহের তাপমাত্রা কমে যায়। তা আবার আগের জায়গায় আনতে শরীরে জমা ফ্যাট পোড়াতে হয়। যা বিপাকহারের গতিও বাড়িয়ে তোলে।

৩. বাতের ব্যথায় হালকা গরম জলে স্নান করা উপকারী ঠিকই, কিন্তু যদি পেশিতে চোট লাগে, তখন ঠান্ডা জলে উপকার মেলে। চোট পেলে তখন ঠান্ডা জলে স্নান করলে উপকার হবে।

৪. ঠান্ডা জলে স্নান করলে স্নায়ুর উপর এর প্রভাব পড়ে। মেজাজ ভাল করা হরমোন এন্ড্রোফিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে স্নান। এর ফলে অবসাদ, মনখারাপ কমাতেও ঠান্ডা জলে স্নান ভূমিকা রাখে।

৫. ত্বকের পক্ষেও ভাল ঠান্ডা জল। গরম জলে অনেকেরই ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। যার জেরে গায়ে-হাতে প্রদাহের সমস্যা দেখা যায়। চুলকায়, জ্বালা করে। কিন্তু শীতল জলে স্নানে এই সমস্যা থাকে না। পাশাপাশি ঠান্ডা জল ত্বকের উন্মুক্ত রন্ধ্র বন্ধ বা ছোট করতেও সাহায্য করে। যার ফলে ত্বক অনেক বেশি কোমল হয়ে ওঠে।

ডিম খেয়েই রোগা হওয়া সম্ভব

ওজন কমাতে প্রোটিন খাওয়া জরুরি। পুষ্টিবিদেরা প্রতিনিয়ত সেটা মনে করিয়ে দেন। স্বল্প ব্যয়ে প্রোটিনের অন্যতম বিকল্প হল ডিম। ওজন কমাতে চাইলে ডায়েটে ডিম রাখা জরুরি বলে মনে করেন চিকিৎসকেরাও। রোজ যদি একটি করে ডিম খেতে পারেন, তা হলে শরীরের প্রোটিনের ঘাটতিও পূরণ হয় এবং নিয়ন্ত্রণে থাকে ওজন।

তবে ডিম এমন একটি খাবার যে, তা বিভিন্ন ভাবে খাওয়া যেতে পারে। তবে ডিম কী কী ভাবে খেলে ওজন কমানো সহজ হবে?

সেদ্ধ ডিম- সকালের জলখাবারে সেদ্ধ ডিম খেতে পারেন। সেদ্ধ অবস্থায় ডিমের নানা পুষ্টিগুণ বজায় থাকে। সেই কারণেই ডিমসেদ্ধ খেতে বলেন চিকিৎসকেরা। জিম থেকে ফিরে এসেও একটা ডিমসেদ্ধ খাওয়া যায়। শরীর শক্তি ফিরে পাবে।

স্ক্র্যাম্বেল্ড এগ- একটানা সেদ্ধ ডিম খেতে ভাল না লাগলে স্ক্র্যাম্বেল্ড এগ বানিয়ে নিতে পারেন। স্বাদেরও বদল হবে। আবার শরীরের উপরেও প্রভাব পড়বে না। সামান্য তেলে পেঁয়াজ, পালংশাক, গোলমরিচ হালকা ভেজে তার মধ্যে দুটো ডিম ফাটিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন স্ক্র্যাম্বেল্ড এগ।

ডিমের স্যালাড- ওজন কমানোর ডায়েটে এই স্যালাড বেশ উপকারী। বানাতেও বিশেষ ঝক্কি পোহাতে হয় না। মরসুমি শাকসব্জি অল্প সেদ্ধ করে তার মধ্যে মেয়োনিজ, বিটনুন, গোলমরিচ, লেবুর রস এবং সেদ্ধ ডিম দিয়ে তৈরি করে নিন এগ স্যালাড।

অমলেট- সকালের জলখাবারে কখনও ডিমসেদ্ধ না খেয়ে অমলেট খেতে পারেন। সব রকম সব্জি দিয়ে অমলেট বানিয়ে নিন। তবে একেবারে অল্প তেল দিয়ে অমলেট বানাতে হবে। নুন এবং গোলমরিচ ছিটিয়ে অমলেট খেতে পারেন।

কাঠের জিনিস বর্ষায় ঘুণের হাত থেকে কী ভাবে বাঁচাবেন

অনেকের সাধের আসবাবের দফারফা করে দেয় ঘুণপোকা। এই বিশেষ ধরনের কাঠপোকাগুলি ডিম পাড়ে কাঠের গায়ে। সেখান থেকেই কাঠের ভিতরে লার্ভা বড় হতে থাকে। ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে কাঠ। তাতেই নষ্ট হয়ে যায় আসবাব। ইদানিং প্লাই দিয়ে তৈরি মর্ডান ডিজাইনার আসবাবের চাহিদা বাড়লেও অনেকেই আছেন যাঁদের সব সময়ই কাঠের চাহিদার প্রতি ঝোঁক বেশি।

মেহগনি কিংবা সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি খাট, আলমারি, সোফার আভিজাত্যই আলাদা। বাড়িতে নতুন কাঠের আসবাব আনবেন বলে ঠিক করেছেন? কী ভাবে ঘুণের হামলা থেকে বাঁচাবেন শখের আসবাবগুলিকে? ১) আসবাব কেনার আগে ভাল করে জেনে নিন, কোন কাঠে ঘুণ ধরে না। তেমন কাঠের আসবাব কিনুন। কাঠের গুণমাণ যাচাই করে তবেই আসবাব কিনুন। ২) ভেজা কাঠে ঘুণ ধরার আশঙ্কা বাড়ে। তাই কাঠ ভেজা বা কাঁচা কি না ভাল করে পরীক্ষা করে তবেই আসবাব কিনুন। বাড়ির পুরনো কোনও আসবাব ভিজে গেলে বা কোনও কারণে তাতে জল পড়ে গেলে সেটি ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে ভুলবেন না। ৩) কাঠের উপর বার্নিশের প্রলেপ কিংবা রং এই জাতীয় পোকার হাত থেকে আসবাবকে রক্ষা করে। পেশাদার কাউকে দিয়ে আসবাবের উপর এগুলির প্রলেপ দিয়ে নিন। ৪) কাঠের গায়ে কোনও ছিদ্র বা ফাটল থাকলে, ঘুণপোকা সেখানে ডিম পাড়ে। আসবাব কেনার আগে দেখে নিন, তার গায়ে এ রকম কিছু আছে কি না যাচাই করে নেবেন। পুরনো আসবাবের গায়ে ছিদ্র বা ফাটল ধরলে দ্রুত মোম বা গালা দিয়ে বন্ধ করে দিন। ৫) বাড়িতে অন্য আসবাবে ঘুণ থাকলে নতুন আসবাবে ছড়িয়ে পড়তেও সময় লাগবে না। সে ক্ষেত্রে পুরনো আসবাবে রাসায়নিক ব্যবহার করতে পারেন। বাজারে বোরন পাউডারের মতো কিছু রাসায়নিক পাওয়া যায়। সেগুলি এনে স্প্রে করে দিতে পারেন। নিম তেলও এ ক্ষেত্রে ভাল বিকল্প হতে পারে।

রুক্ষ, শুষ্ক কোঁকড়ানো চুল কী ভাবে যত্ন করলে মসৃণ হবে

চুল সোজা ও মসৃণ হলে খুব সহজেই কেশসজ্জা করা যায়, চট করে জট পড়ে না, খোলা চুলের বাহার দেখেও লোকজন মুগ্ধ হয়। তবে কোঁকড়ানো চুলের ক্ষেত্রে বিষয়টা খানিক উল্টো। একে তো সহজে রকমারি কেশসজ্জা করা যায় না, তার উপর জট ছাড়াতে গিয়ে দম বেরোনোর জোগাড় হয়। তাই বলে সোজা চুলেই রূপ খুলবে, কোঁকড়ানো চুলে নয়, এমনও কিন্তু নয়।

কঙ্গনা রানাউত এবং তাপসী পান্নু, দুই অভিনেত্রীরই কোঁকড়া চুল। তার পরেও কিন্তু তাঁদের দেখতেও বেশ মিষ্টি লাগে।

কোঁকড়া চুল নিয়ে কিছু সমস্যা হয়ে ঠিকই। তবে তাতে অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং দৈনন্দিন পরিচর্যায় ভরসা রাখতে পারেন।

সমস্যা

এক এক জনের চুলের সমস্যা এক এক রকম। কারও মাথায় বেশি তেল নিঃসরণ হয়। ঠিকমতো শ্যাম্পু করা না হলে তা থেকেই খুশকি বা সংক্রমণ হতে পারে। আবার কোঁকড়া চুলের আর একটি সমস্যা হল রুক্ষতা বা শুষ্কতার। অনেকেরই চুলে অতিরিক্ত শুষ্কতার জন্য ডগা ফাটার সমস্যা থাকে। আর্দতার অভাবে চুল হয়ে যায় জৌলুসহীন। রুক্ষ চুলে জোট পড়ে গেলে তা ছাড়াতেও বেগ পেতে হয়।

সমাধান কী ভাবে? প্রথমে সমস্যা অনুযায়ী পরিচর্যার কথা ভাবতে হবে। টি-ট্রি অয়েল- মাথায় খুশকি থাকলে, চুলকানি, চুল পড়ার সমস্যা হবেই। এ ক্ষেত্রে টি ট্রি অয়েল কাজের হতে পারে। যে শ্যাম্পু ব্যবহার করেন তাতে কয়েক ফোঁটা এই তেল মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্যাম্পু করার সময় আঙুল দিয়ে মাথার তালুতে মালিশ করে নিতে পারেন। তার পর ভাল করে ধুয়ে নিলেই হবে।

নারকেল তেল

চুলে আর্দতা ও পুষ্টি জোগাতে ব্যবহার করতে পারেন নারকেল তেল। মা-ঠাকুমারা প্রতিদিন চুলে তেল দেওয়ার কথা বলতেন। কিন্তু, ইদানীং অনেকেই সেই নিয়ম মানেন না নানা কারণে। তবে নিয়মিত নারকেল তেল মালিশে চুল ঝরা বন্ধ হবে। চুল কোমল ও সুন্দর হবে। রুক্ষ ভাব দূর হবে।

অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার

মাথার ছোটখাটো সংক্রমণ ও মৃত কোষ দূর করতে পারে অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার। পাশাপাশি, মাথার ত্বক বা তালুর পিএইচ মাত্রা বজায় রাখতেও এই উপাদানটি বেশ কার্যকর। এক কাপ জলে ১ চা-চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে তা সরাসরি চুলে স্প্রে করে নিতে পারেন। আবার শ্যাম্পুতে মিশিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। চুল সোজা, কোঁকড়ানো বা ঢেউ খেলানো যেমনই হোক না কেন, উদ্বেগও চুল ঝরা, রুক্ষতার পিছনে পরোক্ষ ভাবে দায়ী হতে পারে। তাই শরীর ও মন ভাল রাখতে ব্যায়াম, ধ্যান, প্রাণায়ামের অভ্যাস করলে তা চুলের পক্ষে ভালই হবে। চুল ফুলে ফেঁপে থাকলে যদি সমস্যা হয়, তা হলে শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ও সিরাম ব্যবহার করতে ভুলবেন না। পাশাপাশি, সঠিক ছাঁটও কোঁকড়ানো চুলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে পারে।

পার্লারে না গিয়ে চোখের কালি দূর করুন ঘরোয়া টোটকায়

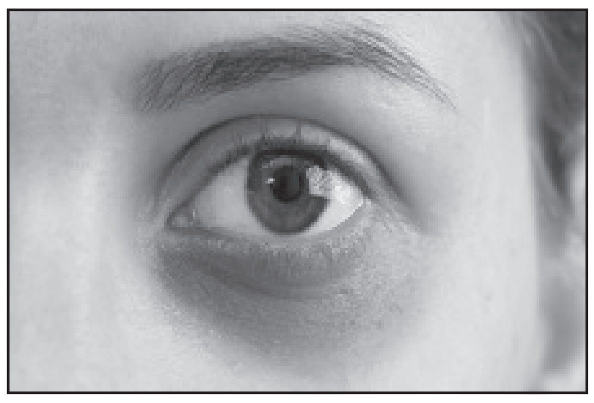

সিনেমা দেখা, অফিসের চাপ কিংবা অনিদ্রা রাত জাগার কারণ যা-ই হোক চোখের নীচে কালো দাগছোপ পড়ে যায়। রাত জাগার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে শরীরে। তবে বাদ যায় না ত্বকও। চোখের নীচের পুরু কালির দাগের নেপথ্যে রাত্রি জাগরণ অন্যতম কারণ। পুজো আর হাতেগোনা কয়েক দিন পরে। শুধু তো বাহারি পোশাক পরলেই চলবে না, চোখের তলার কালিও দূর করতে হবে।

প্রসাধনীর ব্যবহার কিংবা পার্লারে না গিয়েও সেটা সম্ভব। কী ভাবে?

অ্যালো ভেরা- চোখের নীচের কালি দূর করতে অ্যালো ভেরা কার্যকরী। কারণ অ্যালো ভেরায় থাকা ময়েশ্চারাইজিং উপাদান পুরু দাগছোপও দূর করে। এমনিতে ত্বকের যত্নআত্তিতে অ্যালো ভেরার জুড়ি মেলা ভার। এই ধরনের সমস্যাতেও ভরসা রাখতে পারেন অ্যালো ভেরার উপর।

শসা -"ডার্ক সার্কেল" তাড়াতে শসা বেশ কার্যকরী। শসায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান, যার গুণে চোখের নীচের কালো দাগছোপ ফিকে হয়ে যায়। তা ছাড়া রূপচর্চায় শসার ব্যবহারও জরুরি।

হলুদ- শুধু রান্নায় নয়, চোখের কালি মুছতেও হলুদ ব্যবহার করতে পারেন। হলুদে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা চোখের নীচের ফোলাভাব এবং কালো দাগ সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে।

গোলাপজল- রাত্রিকালীন রূপচর্চায় গোলাপজল ব্যবহার করেন? চোখের নীচের দাগছোপ অংশে তুলো দিয়ে গোলাপজল লাগিয়ে নিন। রাতভর সে ভাবেই থাক। সকালে উঠে মুখ ধুয়ে নেবেন। গোলাপজল ত্বক ভিতর থেকে মসৃণ করে তোলে।

জরুরি মেল ঢুকছে না? জিমেলে সব মেসেজ মুছে দিন একবারেই, সহজ পদ্ধতি কী?

প্রতি দিন অসংখ্য জিমেল আসে আপনার মেলবক্সে। তার মধ্যে অকাজের মেলও থাকে অজস্র। আর এইসব অদরকারি, অপ্রয়োজনীয় মেলের ভিড়ে হয়তো হারিয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ কোনও মেল। কাজের সময় তা খুঁজে তো পাওয়াই যায় না, এ দিকে একটি একটি করে অপ্রয়োজনীয় মেল বেছে সেগুলি মোছার কাজও যথেষ্টই সময়সাপেক্ষ। একটু অন্যমনস্ক হলেই মুছে যেতে পারে দরকারি কোনও মেল। আবার ইনবক্স যদি একেবারে ভরে ওঠে, তখন নতুন মেল ঢুকতেও চাইবে না। তা হলে কী করণীয়? কী ভাবে একসঙ্গে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় মেল মুছে ফেলতে পারবেন সে উপায় শিখে নিন। অতিরিক্ত মেলের বোঝায় ইনবক্স খুলছে না বা জরুরি মেল ঢুকছে না, এমন সমস্যায় যদি ভোগেন, তা হলে তা সমাধানের সহজ উপায় আছে। জিমেলে একসঙ্গে ১০০টি মেল নির্বাচিত করে তা মোছার উপায় আছে। সেই পদ্ধতি জেনে নিলেই এক একবারে এক একটি পেজের অদরকারি সব মেল একসঙ্গে বাছাই করে মুছে দিতে পারবেন। ধাপে ধাপে শিখে নিন পদ্ধতি ১) প্রথমে জরুরি মেলগুলি বেছে সেগুলি আলাদা ফোল্ডারে রাখুন অথবা "মার্ক" করে রাখুন। কারণ একসঙ্গে সব মেল নির্বাচনের সময়ে তার মধ্যে জরুরি মেলও ঢুকে যেতে পারে।

২) এবার ইনবক্সে বাঁ দিকের উপরে "সিলেক্ট" বক্সে ক্লিক করলেই অনেকগুলি অপশন খুলে যাবে। যদি একসঙ্গে সব মুছে দিতে চান তা হলে একবারে নির্বাচন করে ডিলিট করে দিলেই হবে। না হলে মার্ক করা মেলগুলি বাদ দিয়েও সিলেক্ট করা যাবে সবটা। এক বারে ৫০-১০০টি মেল ডিলিট হয়ে যাবে। ৩) আরও একটি পদ্ধতি হল ইনবক্সের "সার্চ" অপশনে গিয়ে "ইস: রিড" কম্যান্ড লিখুন। তার পর কি-বোর্ডের "এন্টার" বোতাম টিপলেই জিমেল সেইসব মেলের তালিকা দেখাবে যা আপনি পড়ে ফেলেছেন। এ বার চেক বক্সে গিয়ে সেই সমস্ত মেল একসঙ্গে নির্বাচন করে মুছে দিতে পারেন।

৪) তারিখ অনুযায়ীও মেল নির্বাচন করতে পারেন। তার জন্য ইনবক্সের উপরে সার্চ বক্সে ক্লিক করলেই "ফর্ম" বলে একটি পেজ খুলবে। সেখানে কোনও নির্দিষ্ট মেলের নাম অথবা কোন তারিখ থেকে কোন তারিখ অবধি মেল চাইছেন তা নির্বাচন করতে পারবেন। চেক বক্সে সব মেল নির্বাচন করে একসঙ্গে মুছে দেওয়া যাবে। ভুলবশত কোনও জরুরি মেল ডিলিট হয়ে গেলে চিন্তা নেই। মেল ডিলিট হলে সেটি "ট্র্যাশ" ফোল্ডারে ৩০ দিন অবধি থাকে। যদি না ট্র্যাশ ফোল্ডার থেকে সব মেল ডিলিট করে থাকেন। ভুলবশত মুছে ফেলার মেল ফিরে পাওয়ার জন্য "মোর" আইকনে। সেখান থেকে "ট্র্যাশ" আইকনে যান। এ বার

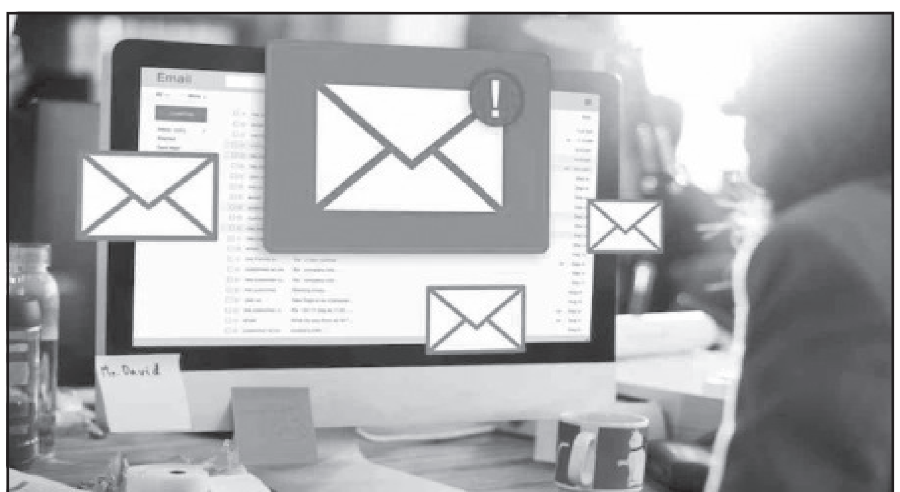

যেগুলি ফিরে পেতে চান সেগুলির পাশে চেকবক্সে গিয়ে ক্লিক করে নির্বাচন করুন। তার পর "মুভ টু" আইকনে ক্লিক করে বেছে নিন সেগুলি কোন ফোল্ডারে যাবে।

সিঙ্গাপুরের সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রের অগ্রণী সংস্থা এ ই এম পরিদর্শন করেছেন পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৫ সেপ্টেম্বর ।। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লরেন্স ওয়াং-এর সঙ্গে আজ সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রের একটি অগ্রণী সংস্থা এ ইএম পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর ভ্যালু চেইনে এইএম-এর ভূমিকা, ভারতের জন্য এইএম-এর ভূমিকা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে উভয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। সিঙ্গাপুর সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন সিঙ্গাপুরে সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন এবং ভারতের সাথে সহযোগিতার সুযোগ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা তুলে ধরেছেন। এই ক্ষেত্রের আরও কয়েকটি কোম্পানির প্রতিনিধিরা এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সিঙ্গাপুরের সেমিকন্ডাক্টর সংস্থাগুলিকে ২০২৪ সালের ১১-১৩ সেপ্টেম্বর গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত সেমিকন ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন শিল্প ঘিরে এক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের সামর্থের কথা বিবেচনা করে উভয় পক্ষই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা প্রসারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত-সিঙ্গাপুর মন্ত্রী পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় বৈঠকে উভয় পক্ষই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির স্তম্ভ হিসাবে সেমিকন্ডাক্টরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিংকে যুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। উভয় পক্ষই ভারত-সিঙ্গাপুর সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম পার্টনারশিপ সম্পর্কিত সমঝোতাপত্র সম্পাদন করেছে।এই কেন্দ্রে ওড়িশার ওয়ার্ল স্কিল সেন্টারে সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণরত ভারতীয় ইন্টার্ন, সিআইআই-এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়া রেডি ট্যালেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ভারত সফরকারী সিঙ্গাপুরের ইন্টার্ন এবং এইএম-এ কর্মরত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন দুই প্রধানমন্ত্রী।দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিকাশের জন্য পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির একটি প্রতিফলন। এই সফরে তাঁর সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ওং-এর বিশেষ প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী।

ক্যান্সারের চিকিৎসায় নতুন তাপ-ভিত্তিক পদ্ধতি কেমোথেরাপির মাত্রা কমাতে পারে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : ক্যান্সার থেরাপির জন্য গবেষকরা চৌম্বকীয় হাইপারথার্মিয়া-ভিত্তিক অনূর্ধ সর্বোচ্চ মাত্রার হিট শক প্রোটিন ৯০ ইনহিবিটর (এইচএসপি ৯০ আই) এর সাথে অতি-ছোট চৌম্বকীয় ন্যানো কণিকার (এমডি)-এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে দেখেছেন যে, এই কৌশলটি প্রয়োজনীয় কেমোথেরাপির মাত্রা হ্রাস করে চিকিতার কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। দেখা গেছে এতে পার্শ প্রতিক্রিয়া তুলনায় কম এবং একটি সহায়ক থেরাপি হিসাবে কাজ করে।

বিশ্বব্যাপী ক্যান্সারের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্যান্সারের চিকিৎসায় কেমোথেরাপি এবং অস্ত্রোপচারই পরম্পরা হয়ে গিয়েছে, তবে এতে তো কিছু উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাও আছে যেমন, ওষুধ এর প্রতিরোধক ব্যবস্থা তৈরী হয়ে যায় এবং গুরুতর পার্শ প্রতিক্রিয়াও থাকে। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার জন্য আমরা ন্যানোথেরাপির মতো উদ্ভাবনী চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরি করছি, যার মধ্য দিয়ে পার্শপ্রতিক্রিয়া কম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইএনএসটি, মোহালি) বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, ম্যাগনেটিক হাইপারথার্মিয়া-ভিত্তিক ক্যান্সার থেরাপির (এম. এইচ. সি. টি) সঙ্গে হিট শক প্রোটিন ৯০ (এইচ. এস. পি ৯০)-এর প্রতিরোধক ১৭-ডিএমএজি ব্যবহার করে তৈরী সংমিশ্রণ, বিশেষ কৌশল সমন্বিত একটি সংমিশ্রণ থেরাপি যা তাপ-ভিত্তিক ক্যান্সার চিকিৎসার কার্যকারিতাকে উন্নত করতে পারে।এসিএস ন্যানোতে প্রকাশিত পদ্ধতি কম আগ্রাসী এবং কম পার্শ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেনা যে, বিকল্প চৌম্বক ক্ষেত্রের (এএমএফ) সংস্পর্শে এলে এমএনপি কার্যকরীভাবে টিউমারের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। এই সম্মিলিত চৌম্বকীয় হাইপারথার্মিয়া এবং কেমোথেরাপি (এমএইচসিটি) পদ্ধতিটি প্রয়োজনীয় পরিমাণে কেমোথেরাপি হ্রাস করতে পারে, যা চিকিৎসাকে নিরাপদ এবং আরও কার্যকরী করে তোলে।

উপরন্তু, এই থেরাপি সেকেন্ডারি টিউমার সাইটে অতিরিক্ত ডোজের প্রয়োজন ছাড়াই দূরবর্তী টিউমারের চিকিৎসা করতে পারে, যা এটিকে একটি অত্যন্ত কার্যকর ক্যান্সারের চিকিৎসায় পরিণত করে।

নতুন এই থেরাপির ক্লিনিকাল প্রয়োগ উপলব্ধি করার জন্য ব্যাপক বিশ্বব্যাপী গবেষণা প্রয়োজন, যাতে করে একটি সহায়ক বা বিকল্প ক্যান্সার থেরাপি বিকাশ করা সম্ভব হয়। যাতে আরও কার্যকরী এবং সহনীয় ক্যান্সার-বিরোধী চিকিৎসার পথ খুলে যায় এবং লক্ষ লক্ষ রোগী যথেষ্ট স্বস্তি পান এবং যাতে হাইপারথার্মিয়া-ভিত্তিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও একটি নতুন দিকনির্দেশ পাওয়া যায়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য, ডাঃ দীপিকা শর্মার নেতৃত্বে গবেষণা দলটি সংশ্লিষ্ট জীন এইচএসপি ৯০-এর ভূমিকা আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, এটা তাপের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাঁরা এইচএসপি৯০ প্রতিরোধ করে ও ১৭-ডিএমএজি ওষুধ ব্যবহার করেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল তাপ-প্ররোচিত ক্ষতি মেরামত করার জন্য কোষের যে ক্ষমতা থাকে তা হ্রাস করা যাতে টিউমার কোষের মৃত্যু বৃদ্ধি পায়।

"ব্যতিক্রমী ধরমবীর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন" নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্যারালিম্পিকে পারদর্শীতার জন্য ভারতীয় প্রতিযোগী ধরমবীরকে অভিনন্দন জানালেনভা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "ব্যতিক্রমী ধরমবীর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন কারণ তিনি প্যারালিম্পিক ২০২৪-এ পুরুষদের ক্লাব থ্রো এফ৫১ ইভেন্টে ভারতের প্রথম প্যারালিম্পিক সোনা জিতেছেন! এই অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব তাঁর অপ্রতিরোধ্য চেতনার কারণে। এই কৃতিত্বে ভারত উচ্ছ্বসিত।"

প্রসঙ্গত, এফ৫১ ক্লাব থ্রো ইভেন্ট সেই প্রতিযোগীদের জন্য যাঁদের শরীরের নীচের অংশ, হাত বা পায়ের নড়াচড়া সীমিত। সব প্রতিযোগীই বসে ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। ক্লাব ছোড়ার জন্য তাঁদের কাঁধ এবং বাহুর শক্তির উপর নির্ভর করেন।

প্রণবের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তাকে তারিফ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্যারালিম্পিকে সাফল্যের জন্য ভারতীয় প্রতিযোগী প্রণব সুরমাকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, "প্যারালিম্পিক ২০২৪-এ পুরুষদের ক্লাব থ্রো এফ৫১-এ রৌপ্য পদক জেতার জন্য প্রণব সুরমাকে অভিনন্দন! তাঁর সাফল্য অগণিত তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা প্রশংসনীয়।"

প্রসঙ্গত, একই ইভেন্টে সোনা পেয়েছেন ভারতের ধরমবীর। এ বারের প্যারালিম্পিক্সে এই প্রথম একই ইভেন্টের প্রথম দুই স্থানে শেষ করলেন দু'জন ভারতীয়। পাঁচটি সোনা-সহ ভারতের মোট পদকসংখ্যা এখন ২৪।

১৪০ কোটি মানুষ শক্তি ও সম্পদ, এই মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজেপি : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের ১৪০ কোটি মানুষই শক্তি ও সম্পদ, এই মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডার কথায়, ১৪০ কোটি মানুষ আমাদের শক্তি ও সম্পদ, এটাই আমাদের চিন্তাধারা। ১৪০ কোটি মানুষের গুণগত অংশগ্রহণ কীভাবে বাড়ানো যায় তা বিজেপির সর্বদা লক্ষ্য ছিল। নাড্ডা এদিন দিল্লিতে ভারত ২৪-এর স্বাস্থ্য ভারত সম্মান কনক্লেভে ভাষণ দেন।তিনি বলেছেন, 'আমরা মায়ের পরম স্নেহে বিশ্বাস করি। আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি, ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশু যেন একটি সুস্থ মন এবং সুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকে। শিশুদের মনের সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে সরকারের সময়মত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এরই প্রেক্ষিতে মোদীজি গুজরাটে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ইতিবাচক ফলাফলের পরে, ভারতের স্বাস্থ্য নীতিতে সংস্কার আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি স্বাস্থ্যের প্রতি একটি সামগ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির সিদ্ধান্ত নেন এবং একটি ব্যাপক স্বাস্থ্য নীতি নিয়ে আসেন।'

রহার মণিপুরটুপে কলং নদীত নৌকাডুবি, নিখোঁজ মহিলা ও এক বালক

রহা (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত রহা থানাধীন মণিপুরটুপের বুকচিড়ে প্রবাহিত কলং নদীতে সংঘটিত নৌকাডুবিতে নিখোঁজ হয়ে গেছেন জনৈক মহিলা এবং এক বালক। নিখোঁজদের মণিপুরটুপ ভকতগাঁওয়ের নীলিমাই লফং (৪০) এবং আখতার হুসেন (১৬) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ বৃহস্পতিবার সকালে অন্য আরও দুজনের সঙ্গে নীলিমাই এবং আখতার ওপারে নামগাঁওয়ে যেতে একটি ডিঙি নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছিল। কিন্তু মাঝ-নদীতে যাওয়ার পর নৌকাটি আচমকা উল্টে যায়।

নৌকা যাত্রী ছিলেন মোট চারজন। তাঁদের মধ্যে দুজন সাঁতরে নদী তীরে চলে আসেন। কিন্তু নীলিমাই এবং আখতার নিখোঁজ হয়ে যান।ঘটনার খবর পেয়ে রহা থানার পুলিশ এসডিআরএফ-এর দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধার করতে অভিযান চালিয়েছে এসডিআরএফ।

সিঙ্গাপুরে খোলা হবে তিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সিঙ্গাপুরে খোলা হবে তিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এমনটাই ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পিএমও ঘোষণা করেছে, সিঙ্গাপুরে একটি তিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খোলা হবে। তামিল ভাষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রচার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিঙ্গাপুরে একটি তিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ।'

হরিয়ানায় ভোট প্রচার তুঙ্গে, বিজ্ঞপ্তি জারি করলো নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলছে জোরকদমে। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলো নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে মনোনয়ন দাখিলের প্রক্রিয়াও। মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন চলতি মাসের ১২ তারিখ এবং পরের দিন মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। ৯০-সদস্যের হরিয়ানা বিধানসভার জন্য ভোট গ্রহণ হবে আগামী ৫ অক্টোবর। ভোট গণনা ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিন আগে ঘোষিত হয়েছিল ১ অক্টোবর, পর তা পরিবর্তন করে ৫ অক্টোবর করা হয়েছে।

সবুজ ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সবুজ ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। প্রথম আন্তর্জাতিক সৌর উৎসবে একথাই জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্রথম আন্তর্জাতিক সৌর উৎসব-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ' ভারত সবুজ ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত বছর জি-২০ চলাকালীন, আমরা গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স তৈরি করেছি। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ গ্রহ গড়ে তোলার প্রতিটি প্রচেষ্টায় ভারতের সমর্থন থাকবে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'সৌর সেক্টরে ভারতের প্রবৃদ্ধি সুস্পষ্ট পদ্ধতির ফল। ভারত হোক অথবা বিশ্ব, সৌর গ্রহণ বাড়ানোর মন্ত্র হল সচেতনতা, প্রাপ্যতা এবং সামর্থ্য। আমরা সৌর সেক্টরে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করে সুস্থায়ী শক্তি সম্পদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছি।'

বিগত কয়েক বছরে সবুজ শক্তিতে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত কয়েক বছরে সবুজ শক্তিতে অনেক বড় পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্রথম আন্তর্জাতিক সৌর উৎসব-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'প্রথম আন্তর্জাতিক সৌর উৎসবে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি এই চমৎকার উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক সৌর জোটকে অভিনন্দন জানাই। এই আন্তর্জাতিক সৌর উৎসব সূর্যের প্রভাব উদযাপন করতে সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'বিগত কয়েক বছরে ভারত সবুজ শক্তিতে অনেক বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরাই প্রথম জি-২০ দেশ যারা নবায়নযোগ্য শক্তিতে প্যারিসের প্রতিশ্রুতি অর্জন করেছি। সৌর শক্তির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এটি সম্ভব করার একটি মূল কারণ। গত ১০ বছরে আমাদের সৌর শক্তির

অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতিকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতাকে তাঁর জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।তাঁর সামাজিক মাধ্যমে ভবেশ কলিতার সঙ্গে একটি ছবি সহ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেছেন, 'প্রদেশ বিজেপি সভাপতি এবং বিধায়ক ভবেশ কলিতাকে তাঁর জন্মদিনে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'অসম প্রদেশ বিজেপিকে অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব প্রদান করছেন তিনি। আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কঠোর পরিশ্রম করছেন ভবেশ। তিনি রঙিয়ায় আমাদের জনহিতৈষী নীতি বাস্তবায়ন করছেন। আমি মা কামাখ্যা এবং শ্রীমন্ত শংকরদেবের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করি।'

আমার স্মরণীয় শিক্ষক/২ "মনে পড়ে দুই ফাদারকে" তথাগত রায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "আমার জীবনের ইংরেজির ভিত শক্ত করে দিয়েছিলেন স্কুলের দুই ফাদার।" ছয় দশকেরও বেশি সময় বাদে শিক্ষকদিবসে তাঁদের স্মরণ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল, লেখক, বাগ্মী তথাগত রায়।

১৯৫৪ থেকে '৬১ কলকাতার সেন্ট লরেনস স্কুলে পড়েছেন তথাগতবাবু। স্মৃতিচারণে বলেন, "ফাদার পিন্টো ছিলেন অ্যাঙলো ইন্ডিয়ান। প্রথম বছর দুই ওনার কাছে, তারপর আদতে কেরলের মানুষ ফাদার ভেটিকাটের কাছে বছর তিন ওঁদের পড়ানোর নিষ্ঠা এবং অদম্য উৎসাহ আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো। আমার লেখা বিভিন্ন ইংরেজি বইতেও এই দুই ফাদারের কথা উল্লেখ করেছি।"

বস্তুত, ১৯৬৬ সালে ইউপিএসসি-র ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পঞ্চম হন তথাগতবাবু। কলকাতা মেট্রো তৈরির আদিপর্বে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিলো। এর পরে অধ্যাপনা করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

একটি জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

ডিব্রুগড় (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : একটি জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের এই অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষক দিবসে দেশের সমস্ত শিক্ষকদের প্রণাম জানিয়ে তাঁদের অমূল্য অবদানের প্রশংসা করে তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি বলেন, "আজ পবিত্র শিক্ষক দিবস। দেশের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রপতি ড় সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনে এই দিনটি পালিত হয়। এই শুভ দিনে আমি পূজ্য রাধাকৃষ্ণণকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। দেশের প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁদের অমূল্য অবদানের জন্য শ্রদ্ধা জানাই।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অসমের সমস্ত শিক্ষকদের উন্নয়নের একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল পথ দিয়ে তাঁদের অবদানকে সম্মান করি। বলেন, অতি সম্প্রতি আমরা ২৪ হাজার চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের চাকরি নিয়মিত করেছি, যা তাঁদের সমৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছে। তাঁদের মনোবল বাড়িয়েছে। এতে আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠদানের মান উন্নত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মহান মহিলা ইন্দিরা মিরিকে স্মরণ করে বলেছেন, তিনি শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে জনসচেতনতা গড়েছেন। ইন্দিরা মিরি প্রচুর প্রতিভা এবং সীমাহীন অধ্যাবসায়ের দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি তৎকালীন নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি (এনইএফএ) শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য একজন শিক্ষা কর্মকর্তা ছিলেন। শুধু অসম নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সবসময় মনে রাখবে। এমন একটি শুভ উপলক্ষ্যে এই মহান নারীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।'

উল্লেখ্য, ইন্দিরা মিরি ১৯১০ সালে তদানীন্তন অসমের রাজধানী শিলঙে (অধুনা মেঘালয়) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ২০০৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। বেথুন স্কুল থেকে তাঁর শিক্ষা শেষ করেন এবং কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বিএ সম্পন্ন করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে দেশের মর্যাদাপূর্ণ পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ইন্দিরা মিরি।

বঙাইগাঁওয়ে জাল ভারতীয় নোট সহ গ্রেফতার এক

বঙাইগাঁও (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বঙাইগাঁও জেলার সদরে নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে সরকারি রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)-এর অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট। জাল নোট কারবারে জড়িত অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। ধৃতকে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা জনৈক সাব্বির বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার জিআরপি থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বুধবার রাতে নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে জংশনে জিআরপি কর্মীরা তাঁদের কর্তব্য পালন করছিলেন। সন্দেহজনক অবস্থায় সাব্বিরকে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন জিআরপি কর্মীরা। কথাবার্তায় অসংগতি দেখে তার শরীর এবং লটবহরে তালাশি চালিয়ে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার করেন কর্মীরা।জাল নোট সহ সাব্বিরকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যকলাপ এবং জাল নোট পাচার সংক্রান্ত আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে জাল নোটের উৎস সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি।

ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

২০২৪-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য Tripura Joint Entrance Board এর তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম অনলাইন কাউন্সেলিং-এর পর দ্বিতীয় অফলাইন কাউন্সেলিং-এর জন্য নথিভুক্ত B.Sc (এগ্রি/হর্টি/কমিউনিটি সাইন্স/ফুড নিউট্রিসন ও ডায়েটিক্স) এবং B.Tech (ফুড টেকঃ/এগ্রি ইঞ্জিঃ) কোর্সে চয়েস ফিলিং করা যে সমস্ত ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী রয়েছেন তাদের আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং, সোমবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় কলেজ অফ এগ্রিকালচার, লেম্বুছড়া-স্থিত প্রেক্ষাগৃহে প্রয়োজনীয় সকল অরিজিনাল কাগজ (TBJEE Admit Card/ TBJEE Score Card, H.S. Marksheet, Age Proof, PRTC, Cast Certificate, Surrender Certificate, PWD Certificate, Ex-Serviceman Certificate, OBC non-creamy layer Certificate etc.) সহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কলেজের নাম	কোর্স	অসংরক্ষিত	তপশিলী উপজাতি	তপশিলী জাতি	ওবিসি	পিডব্লিউডি	মোট আসন
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, লেম্বুছড়া	বি.এস.সি (এগ্রি)	১৩	০৮	০৩	০০	০০	২৪
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, ইম্ফল, মনিপুর		০৫	০১	০১	০৪	০	১১
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, কিরদেমকুলাই, মেঘালয়		০২	০২	০০	০২	০	০৬
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, পাশিঘাট, অরুনাচল প্রদেশ		০২	০১	০১	০১	০	০৫
কলেজ অফ হর্টিকালচার, পাশিঘাট, অরুনাচল প্রদেশ	বি.এস.সি (হর্টি)	০২	০১	০১	০২	০০	০৬
কলেজ অফ হর্টিকালচার, থেনজল, মিজোরাম		০২	০২	০০	০২	০০	০৬
কলেজ অফ হর্টিকালচার, বার্মিওক, সিকিম		০১	০১	০১	০১	০০	০৪
কলেজ অফ ফুড টেকনলজি, ইম্ফল, মনিপুর	বি.টেক (ফুড টেক)	০২	০১	০০	০১	০০	০৪
কলেজ অফ এগ্রি ইঞ্জিঃ এবং পিএইচটি, রানিপুল, সিকিম		০১	০১	০১	০১	০০	০৪
কলেজ অফ কমিউনিটি সায়েন্স, তুরা, মেঘালয়	বি.এস.সি (কমিউনিটি সায়েন্স)	০১	০১	০১	০১	০০	০৪
কলেজ অফ কমিউনিটি সায়েন্স, তুরা, মেঘালয়	বি.এস.সি (ফুড নিউট্রিশন ও ডায়েটিক্স)	০১	০০	০০	০০	০০	০১
কলেজ অফ এগ্রি ইঞ্জিঃ এবং পিএইচটি, রানিপুল, সিকিম	বি.টেক (এগ্রি ইঞ্জিঃ)	০৩	০২	০১	০২	০০	০৮
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, কিরদেমকুলাই, মেঘালয়	বি.এস.সি (ন্যাচারাল ফারমিং)	০২	০০	০১	০১	০০	০৪
কলেজ অফ এগ্রি ইঞ্জিঃ এবং পিএইচটি, রানিপুল, সিকিম		০৩	০২	০১	০২	০০	০৮
সর্বমোট		৪০	২৩	১২	২০	০০	৯৫

❖ কলেজ অফ এগ্রিকালচার, লেম্বুছড়া, ত্রিপুরাতে In-Service Candidate দের জন্য সংরক্ষিত ০২ (দুই) টি আসনে একই দিনে মনোনয়ন প্রদান করা হবে।

বিঃ দ্রঃ

১. বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি ও Surrender-এর নিরিখে উল্লেখিত আসন সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

২. যে সকল ছাত্র/ছাত্রী প্রথম কাউন্সেলিং-এ নির্বাচিত হয়ে এখন অব্দি ভর্তি হন নাই, নির্ধারিত সময়ের পর তাদের মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীরা সিট নেওয়ার পর পুনরায় Surrender করার কোন সুযোগ থাকবে না এবং লিখিত হলফনামার ভিত্তিতে (Written Undertaking) আসন বন্টন করা হবে।

কৃষি অধিকর্তা
ত্রিপুরা

ICA/D-792/24

আই. টি. আই. বক্সনগরে 2nd Walk – in- Admission বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই. টি. আই. বক্সনগরে, প্রথম Walk – in- Admission প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ২০২৪-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষের নিম্নে বর্নিত বিভিন্ন ট্রেডে এখনো কিছু আসন খালি আছে। তাই, উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষন নিতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য পুনরায় নির্দিষ্ট নমুনায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। মেধাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে এই পর্যায়ের আসন বন্টন করা হবে।

• খালি আসনের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ-

ট্রেডের নাম ও প্রশিক্ষনের সময়কাল	শূন্য আসনের সংখ্যা			
	অসংরক্ষিত (UR)	তপঃ উপজাতি (ST)	তপঃ জাতি (SC)	মোট আসন
COPA – 1yr.	00	12	02 (01 reserved for Ex Serviceman)	14
উপরোক্ত ট্রেডগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- মাধ্যমিক উত্তীর্ন (প্রাপ্ত মোট নম্বরের শতাংশের ভিত্তিতে মেধাভিত্তিক নির্বাচন হবে)				
Plumber – 1yr.	11	12 (01 reserved for Ex Serviceman)	08	31
Dress Making – 1 yr.	21	12	7	40
Mason – 1yr.	21 (01 reserved for Ex Serviceman)	13	06	40
Driver cum Mechanic – 6 months.	11	12 (01 reserved for Ex Serviceman)	08	31
উপরোক্ত ট্রেডগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- অষ্টম শ্রেনী উত্তীর্ন (প্রাপ্ত মোট নম্বরের শতাংশের ভিত্তিতে মেধাভিত্তিক নির্বাচন হবে)				

১. ভর্তির নিয়মাবলী শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। আবেদনপত্রের নমুনা আই. টি. আই. বক্সনগরের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেটের self-attested প্রতিলিপি (সরকার অনুমোদিত বোর্ডের Madhyamik Admit Card, Marksheet & Certificate, Caste Certificate, AADHAAR Card, PRTC/ Ex - Serviceman, Bank Pass Book, Ration Card, Passport Size Photo 2 copy) জমা দিতে হবে।

৩. আবেদনপত্র জমা নেওয়ার তারিখ ঃ- ০৬/০৯/২০২৪ থেকে ১১/০৯/২০২৪ ইং, বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।

৪. মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ ঃ ১২/০৯/২০২৪ ইং, সকাল ১২:০০টা।

৫. মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তির তারিখ ঃ ১২/০৯/২০২৪ ইং, দুপুর ২:০০ টা থেকে ১৩/০৯/২০২৪ ইং, বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।

৬. মেধা তালিকাক্রম ও ত্রিপুরা সরকারের আসন সংরক্ষন বিধি অনুসারে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে ট্রেড/আসন বন্টন হবে।

৭. মেধা তালিকা অনুযায়ী নাম ডাকলে কাউন্সেলিং বোর্ডের সামনে এসে হাজির না হলে সেই প্রার্থীকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তী প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে, অনুপস্থিতির বিষয়ে পরবর্তীকালে কোন ধরনের দাবী/অনুরোধ গ্রহন করা হবে না।

৮. ভর্তির কাউন্সেলিং-এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেইদিনই Caution Money Rs.১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদ, দুই কপি ছবি ও সমস্ত সার্টিফিকেটের Original এবং Self-attested Xerox প্রতিলিপি সহযোগে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী যোগ্য আবেদনকারিকে দেওয়া হবে।

৯. ড্রপ-আউট প্রশিক্ষনার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না। ভর্তির কাউন্সেলিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য আবেদনকারীদের আলাদাভাবে কল লেটার পাঠানো হবে না।

বিঃদ্রঃ - সংবাদপত্রের মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

স্বাক্ষর ঃ ফোরম্যান
আই. টি. আই. বক্সনগর, সীপাহিজলা, ত্রিপুরা

ICA/D-800/24

AGRTALA MUNICIPAL CORPORATION
THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOUMHANI
TRIPURA (WEST)

NOTICE INVITING TENDER NO 282024 25)

Sealed Tender is invited by the Executive Enginer (Elenical Divisions Agartala Mops Corporation on behalf of The Honourable Mayor. Agartala Municis Corporation from the resourceful Firms Agenc suppliers and appropriate class of Llectrical Enlistment registered with PWD/ TRAMIS (PWD) Railway/TSECL Other State PWD experienced in simis nature of job for the following work

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of selling Last date of receiving
01	Providing proper illumination from entry gate of MBB college to College tilla out post including newly constructed parking zone in front of Agartala Club, Under Agartala Municipal Corporation	Rs. 2,82,084.00 Rs. 5,642.00	10(Ten) days	10/09/2024 13/09/2024

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general/special terms & conditiom can seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 AM to 5.00 P M. up to 10-09-2024

(Sujay Chaudhury)
Executive Engines (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

ওয়াকআউট

● প্রথম পাতার পর
বিরোধীরা চটে লাল হয়ে যান এবং বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। একসময় তাঁরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অন্যদিকে, ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরাও মোদী স্লোগানে মুখরিত হন। সাংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ সুর চড়িয়ে বলেন, কেন্দ্রে টানা তৃতীয়বার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এদিকে, বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

সঞ্চালক

● প্রথম পাতার পর
“শিক্ষা সমাচার” স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা ও অন্যান্য অতিথিগণ। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা মহাবিদ্যালয়ের সম্মাননা দেওয়া হয় আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয় ও টিটিএএডিসির খুমুলুঙস্থিত পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়কে। এদিকে রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবস-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে রাজ্যের ১৪টি বিদ্যালয়কেও শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পুরস্কার দেওয়া হয়। মিশন ৫৫৫ রূপায়ণের জন্য জেলাভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হয় ৮টি বিদ্যালয়কে। মিশন ৫৫৫ কর্মসূচিতে সবুজ বনায়ন সৃষ্টি করা হয়। পুরস্কৃত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শামিলিতা উচ্চবিদ্যালয়, গোমতী জেলার খুপিলং উচ্চবিদ্যালয়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার হরিসাধন আরপি উচ্চবিদ্যালয়, সিপাহীজলা জেলার রতনপুর উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর ত্রিপুরা জেলার বড়ুয়াকান্দি কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, ধলাই জেলার উত্তর নালীছড়া উচ্চবিদ্যালয়, খোয়াই জেলার আশারামবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় এবং ঊনকোটি জেলার দুধপুর উচ্চবিদ্যালয়। এদিকে রাজ্যের মহকুমাগুলিতেও দিনটি পালিত হয়। তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা ভিত্তিক শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার।উত্তর ত্রিপুরা জেলাতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাব গম্ভীর পরিবেশে শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। উত্তর জেলাভিত্তিক শিক্ষক দিবসের মূল অনুষ্ঠান হয় ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে। ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে ৬৩তম শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ধর্মনগর পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জুন নাথ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক রিপন চক্রবর্তী, ওএসডি কৃতি সুন্দর নাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।একইভাবে কৈলাসহরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার ৬৩তম শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেব রায়। অন্যান্য মহকুমার ন্যায় কুমারঘাটেও উৎযাপিত হলো মহকুমা ভিত্তিক শিক্ষক দিবস। সরকারীভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হলো মহকুমার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের।আজ কমলপুর টাউন হলেও কমলপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয় শিক্ষক দিবস।এদিন কমলপুর টাউন হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা।

শিশু শুভজিত

● প্রথম পাতার পর
ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমীর দত্তের দোকান। দোকান থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঝর্ণার জলে পরের দিন ভেসে উঠে তার মৃতদেহ।
নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তার মৃতদেহ বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা আসে চড়িলাম মধ্যপাড়া এলাকায় তার বাড়িতে কফিনবন্দি অবস্থায় আসে তার মৃতদেহ। মৃতদেহের উপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার স্ত্রী শিখা দত্ত, ছোট্ট ছেলে শুভজিৎ দত্ত এবং মেয়ে পুনম দত্ত। ছোটবেলা থেকেই সমীর কাজের সন্ধানে চলে গিয়েছিল বড় দুই ভাইয়ের হাত ধরে নাগাল্যান্ডে। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দোকান দিয়েছিল। সেই দোকান দুইদিন পূর্বে পাহাড় ধ্বসে মৃত্যু হয় সমীর দত্তের। তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

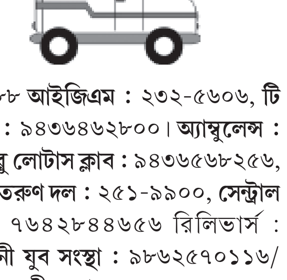

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রয়াস অব্যাহত

● প্রথম পাতার পর
প্রার্থীরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যোগদান করে চলেছে। এখন পর্যন্ত টিপিএসসি'র মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে ১,৭৪২ জনকে। এই মুহূর্তে টিপিএসসি'র মাধ্যমে ৭৪৫টি পদ পূরণ করার প্রক্রিয়া চলছে।
বিধানসভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মী আরও জানান, ২০১৮-১৯ থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্য পুলিশে ১১৯ জনকে এসআই ও কনষ্টেবলের নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন) নতুন ২টি বাহিনী গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া ১,৪১৩ জন টিএসআর জওয়ান নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রপ-সি ও গ্রপ-ডি বিভিন্ন পদে ২৮৮ জনকে নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ সময়ে এসপিও পদে ১,২৬২ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়াও ত্রিপুরা পুলিশে ৬ হাজারটি স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে অন্তর্ভূক্তির জন্য ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা পুলিশে ১৪৯টি এসআই ইউবৃ এবং ৪৫টি এসআই এবৃ (পুরুষ) পদে এবং এসআই ইউবৃ (মহিলা) ২১টি এবং এসআই এবৃ (মহিলা) ৩টি পদে টিপিএসসিক্কর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশে ১ হাজার কনষ্টেবল পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য একটি সিলেকশন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এই ১ হাজার কনষ্টেবল পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, তাছাড়াও আরও ৯১৬টি কনষ্টেবল এর শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগের কাজ শুরু করার জন্য দপ্তর থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার ফলে খুব সহসাই মোট ১,৯১৬টি কনষ্টেবল পদে সরাসরি নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করা হবে।
বিধানসভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মী জানান, বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে টিপিএসসি'র মাধ্যমে ৩৯৫ জনকে পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরে টিপিএসসি'র মাধ্যমে ২ জনকে সিডিপিও পদে এবং ৩১ জনকে সুপারভাইজার (আইসিডিএস) পদে অফার দেওয়া হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরে ১০টি সিডিপিও এবং ১১৯টি সুপারভাইজার (আইসিডিএস) পদে টিপিএসসি'র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরে ২০১৮-১৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১,০৩৯ জন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার (ঙঢ) এবং ১,১৬০ অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার (ঙ) সাম্মানিক ভাতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে গেজেটেড পদে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে ৩১২টি শূন্যপদ রয়েছে। ৬টি সহকারি অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য বর্তমানে রিক্রুটমেন্ট রুলস সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে এবং সংশোধন প্রক্রিয়ার কাজ শেষ হলে ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান তথা স্বরোজগারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
বিধানসভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মী বেকারদের কর্মসংস্থান ও স্বরোজগারের আরও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, ৩১-০৩-২০১৮ তারিখে রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ৭,৪১,৩০৫ জন। অন্যদিকে ৩১-০৩-২০২৪ পর্যন্ত, ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস পোর্টালে রাজ্যের নথিভুক্ত কর্মপ্রত্যাশী যুবক-যুবতীর সংখ্যা হল ৩,০৯,৪৮২ জন। এসব তথ্য প্রমাণ করে রাজ্যে সরকারি কর্মসংস্থান ও অন্যান্য কাজের সুযোগ বর্তমান সরকারের সময় বাড়ছে।

শিবটিলায়

● প্রথম পাতার পর
গত রবিবার রাতে সেই স্বপ্ন আবার দেখে মনজিত। তাকে আবারও মা দূর্গা আবাহন করেন, তাকে বলেন 'তুই আয়, আমি আছি, তোর কিচ্ছু হবে না, আমাকে মুক্ত কর'।
মনজিত আর থাকতে পারেনি। ঠাকুমার সাথেই ঐ রাতে ঘুমিয়েছিল সে। রাত সাড়ে তিনটায় নিজে থেকেই উঠে পরে ঘুম থেকে। এই গভীর অন্ধকারে বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে নদীর পাড় থেকে সেই কলশ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বাড়ির পাশেই প্রায় একশ বছর পুরনো শিবটিলা কালি মন্দির। সেই মন্দিরে কলশটি রেখে মাকে ঘুম থেকে তোলে মনজিৎ।
কলশটির মধ্যে ছিল তিনটি করুই। মা দুর্গা মনোজিৎকে স্বপ্নে নাকি এও বলেছে "তুই তিনটি করুই এর একটি তোর গ্রামে, আর দুটি দুই গ্রামে ফেলে আসবি, গতকাল রাতে যখন মানুষের মধ্যে এই বিষয়টি ছড়ায় তখন ওই এলাকায় প্রধান, উপপ্রধান এবং এলাকাবাসীরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেয়, যে এই বছর দুর্গ পূজো করা হবে পশ্চিম লক্ষীবিল শিবটিলা এলাকায়। মনজিতের কথায় শিহরিত এলাকার প্রত্যেকেই।

তথ্য

● প্রথম পাতার পর
বিভাগ দ্বারা একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে। ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী বন সংরক্ষণের ১৯৮০ ধারার অধীনে রৈখিক প্রকল্পের জন্য সরানো বনভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ কাটার অনুমতি দেওয়ার পদ্ধতিকে সহজ করে। ত্রিপুরা রাজ্য এই নির্দেশিকাগুলি মেনে চলছে।
এদিন শ্রী রায় বর্মন ভবিষ্যতে মহাসড়ক সম্প্রসারণের জন্য, বিশেষ করে চম্পকনগর থেকে হাতাই কাটার (পূর্বে বড়মুড়া) পাহাড় পর্যন্ত কতগুলি গাছ কাটা হবে সে বিষয়ে স্পষ্টতা চেয়েছিলেন। তার জবাবে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, "বন বিভাগ গাছ কাটতে চায় না। আমরা গাছ রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবে সুষম উন্নয়ন করতে হবে। হাইওয়ে সম্প্রসারণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়েছে, এবং কিছু নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষকে গাছ কাটতে হবে।পরিবেশগত প্রভাব তুলে ধরে শ্রী দেববর্মা বলেন, শীত মৌসুমে রাজ্যের নদীগুলি শুকিয়ে যাবে।
এদিন শ্রী রায় বর্মন উদ্বেগ প্রকাশ করল বলেন, যে বন ধ্বংসের ফলে হাওড়া নদী শুকিয়ে যেতে পারে। পরিবেশ বাঁচাতে বড়মুড়া রেঞ্জে আরও পুরনো গাছ কাটা এড়াতে তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ সরকারী উদ্যোগের উপর আলোকপাত করে বলেন, "পরিকল্পনা ও সমন্বয় বিভাগ নতুন নিয়ম তৈরি করেছে। একটি গাছ কাটা হলে, নতুন রাস্তা ও ভবন নির্মাণের জন্য ১০টি গাছ লাগাতে হবে।পাশাপাশি, মন্ত্রী দেববর্মা উল্লেখ করেন, ৫ জুলাই একদিনে পাঁচ লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে, এবং আগামী এক থেকে দুই মাসের মধ্যে আরও ৭৬ লক্ষ গাছ লাগানো হবে।

শিল্পমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, এডিনগর শিল্পাঞ্চলে মহিলা এবং স্বসহায়ক দলগুলির জন্য ২৪টি নতুন ক্ষুদ্র শিল্প শেড এবং ২৮টি মার্কেট স্টল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগীদের শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য বোধজংনগরে ১২টি এবং আরকেনগর শিল্পাঞ্চলে ২৮টি লো কস্ট শেড তৈরি করা হয়েছে।
শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ব্যাঙ্ক থেকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের নিজস্ব স্বাবলম্বন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর অনেক বেকার যুবক যুবতীদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। একই সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে শিল্প স্থাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনীয় জমি। শেড প্রদান করা হয়ে থাকে। রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম-বিশ্বকর্মা প্রকল্পের আওতায় বিশেষ চয়নিত ১৮টি ট্রেডের ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের সমর্থন, সংরক্ষণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে এবং প্রচারের মাধ্যমে তাদের শিল্পের সমৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৯১ জন শিল্পী বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে মোট ২৫৭৭.৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন।

শিক্ষক দিবসে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ব্যবহার শুরু হল একাধিক আধুনিক প্রযুক্তির

বাসন্তী, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলেও আর পাঁচটা নাম করা বেসরকারি বিদ্যালয়কে গুনে গুনে কয়েক গোল দিতে পারবে বাসন্তীর চুনাখালি হাটখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেখানে দিনের পর দিন সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলো পড়ুয়াদের অভাবে বন্ধের মুখে সেখানে এই স্কুলে সম্পূর্ণ অন্য ছবি। কার্যত এত পড়ুয়া এই স্কুলে যে ক্লাসরুমে জায়গা দেওয়ায় দায় হয়ে যায় শিক্ষকদের। বৃহস্পতিবার এই স্কুলেই পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও আরও ভালোভাবে শিক্ষাদানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির বেশ কয়েকটি গেজেট চালু করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর অবর শিক্ষা পরিদর্শক মৌমিতা মন্ডল, স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্যরা।
এই স্কুলে পড়ুয়াদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ঘি ভাত খাওয়ানোর প্রথা চালু হয়েছিল। সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা তো আছেই, পাশাপাশি নিয়ম করে পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট দিনে মরশুমি ফলও খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করেছেন প্রধান শিক্ষক। অন্যদিকে বছর খানেক আগে এই স্কুলেই চালু হয়েছে ডিজিটাল উপস্থিতি যন্ত্র। স্কুলে ঢোকার সময় পড়ুয়াদের পরিচয় পত্র ওই যন্ত্রের সামনে ছোঁয়ালেই একদিকে যেমন স্কুলের রেজিস্ট্রারে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হবে, তেমনি তাঁদের বাড়ির ফোন নম্বরেও একটি বার্তা স্কুলের তরফে পৌঁছে যাবে যে সে স্কুলে পৌঁছেছে।
আর এবার স্কুলের তরফে চালু করা হল সিসিটিভি ক্যামেরা। স্কুলের সমস্ত কক্ষে যেমন ক্যামেরা বসানো হয়েছে তেমনি স্কুলের আশপাশ ও বাইরেও এই ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। এর পাশাপাশি এদিন এলইডি টিভি, সাউন্ড সিস্টেম যেমন চালু করা হল তেমনি ইন্টারকম সিস্টেমও চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্লাসরুম থেকেই ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। শিক্ষকরাও ক্লাসে ক্লাসে কোন বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন হলে সেটা দিতে পারবেন। এদিন স্কুলে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ঘন্টাও চালু করা হয়। প্রধান শিক্ষক বলেন, " সারা বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে। কিন্তু সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত এলাকায় সেভাবে দরিদ্র ঘরের ছেলে মেয়েরা তা ছুঁয়েও দেখতে পারে না অনেক সময়। তাঁদেরকেও এইসমস্ত তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করানো ও ব্যবহার শেখানো যেমন আমাদের উদ্দেশ্য তেমনি তাঁদের নিরাপত্তাটাও আমাদের কাছে মূল বিষয়।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর
পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। আপাতত পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সাত সকালে জিবি ফাঁড়ির অধীন ইন্দ্রনগর হাইস্কুলের সংলগ্ন এলাকার সানীয়রা মনিষ দেবের (৪৫) মৃতদেহ দেখতে পান। সাথে সাথে তাঁরা পরিবারের সদস্যদের এবং পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
এদিকে মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, গতকাল কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন মনিষ। তারপর তাকে অনেক খোঁজাখুজির পর তার হদিশ পাওয়া যায়নি। তিনি ব্যবসায়িক ছিলেন। ওই ব্যবসার সাথে তার ইন্দ্রজিৎ দেব, সুজিত দেব এবং দুলাল মিয়া যুক্ত ছিলেন। প্রতিদিন তাদের সাথেই মদের আসরে বসতেন। কিছু দিন আগে কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে ইন্দ্রজিৎ দেব, সুজিত দেব এবং দুলাল মিয়ার সাথে বচসা হয়েছিল। আজ সকালেই তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তারাই পরিকল্পিতভাবে স্বামীকে খুন করেছে।
এদিকে, এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে ইন্দ্রনগর হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় মনিষ দেবের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
চৌধুরীর এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, অদ্ভুত ২.০ এবং এডিবি প্রজেক্টের অধীনে শহর এলাকায় অবশিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে পানীয়জল সরবরাহ করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে পাইপ লাইনে পানীয়জল সরবরাহের লক্ষ্যে মিশন মোডে কাজ করছে।
পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় মোট ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৫টি পরিবারের মধ্যে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৭৫টি পরিবারের মধ্যে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। শহর এলাকায় ২ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭৩ টি পরিবারের মধ্যে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৫৮ টি পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

সুদীপের

● প্রথম পাতার পর
আলোচনাটি রাজ্যের অন্যান্য বিমান-সম্পর্কিত উদ্বেগের দিকেও চলে গেছে। শ্রী সিনহা কৈলাশহর বিমানবন্দরের কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে খোঁজখবর নেন।
এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর বিমানবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ এখনও শুরু হয়নি। সাথে তিনি যোগ করেন, "রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য এমসিএ-তে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আমরা কৈলাসহরে বিমানবন্দর চালু করার প্রস্তাবও দিয়েছি।
কৈলাশহর বিমানবন্দরের তাতর্যের উপর জোর দিয়ে শ্রী সিনহা বলেন, কৈলাসহর বিমানবন্দরটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর শাসনামলে মানুষ এই বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা পেতে সক্ষম হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর আমলে প্রচেষ্টা করা হয়েছিল ড় মনমোহন সিং এর আধুনিকীকরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারও এয়ারপোর্ট চালু করার পরিকল্পনা করেছিল।
শ্রী চৌধুরী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্বীকার করে বলেন, 'কৈলাসহর বিমানবন্দরটি ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত চালু ছিল, তারপরে, অজানা কারণে, এটি কাজ বন্ধ করে দেয়। পরিবহন বিভাগ তখন থেকে বেশ কয়েকটি সাইট পরিদর্শন করেছে এবং ঊনাকোটির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে যোগাযোগ করেছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আধিকারিকদের মতে বিমানবন্দর এলাকার দক্ষিণ অংশ থেকে ১১১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করতে আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা খরচ হবে। যার সাথে পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করতে ৩৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।"
তিনি আরও বলেন, বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক সমীক্ষা পরিচালনা করেছে এবং কৈলাসহর বিমানবন্দর চালু করার জন্য অবস্ট্যাকল লিমিটেশন সারফেসেস জরিপ প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। সাথে তিনি যোগ করেন, এই বিমানবন্দরটি আঞ্চলিক সংযোগ স্কিম এর অধীনেও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সিল করল প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর
বিল্ডিংগুলি মেরামত না হচ্ছে এবং বিপদজনক অবস্থা থেকে মুক্ত সার্টিফিকেট না পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিল্ডিং গুলো বন্ধ থাকবে বলে জানান অতিরিক্ত মহকুমা শাসক। এছাড়াও ছিলেন ডিসিএম সনদ দেওয়ান, ডি সিএম সঞ্জয় শীল ও অরিজিৎ পাল সহ অন্যান্য আধিকারিক গন।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষারত্ন ফেরালেন আরও এক শিক্ষক

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিকাশ ভবনে 'শিক্ষারত্ন' ফেরত পাঠালেন দীপক মজুমদার।২০১৩ সালে শিক্ষারত্ন পান দীপক মজুমদার। লজ্জা, ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে এই পদক্ষেপ বলে জানান তিনি। এই সরকারের কোনও দফতর কাজ করতে পারছে না বলেও জানান তিনি।
উত্তর ২৪ পরগনার রামশঙ্করপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে ২০১৩ সালে শিক্ষারত্ন সম্মান পান দীপক মজুমদার। ১৯৭১ সাল থেকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত দীপক মজুমদার। ছাত্র পরিষদ করতেন তিনি। এসটিইএ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আহ্বায়ক ছিলেন। ছিলেন মাধ্যমিক বোর্ডের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আহ্বায়কও।সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "অনেক সংগ্রাম করেছি বলে এই সরকার আসতে পেরেছে। এই সরকার আসায় আমরা খুশি হয়েছিলাম। আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল এই সরকারের কাছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী কোনও প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেননি। আগামী দিনে পারবেন বলেও মনে হয় না। মানুষ গর্জে উঠেছে। প্রতিবাদের গর্জন সর্বত্র পৌঁছেছে।"দীপক মজুমদার বলেন, "আমি আমার এই শিক্ষারত্নের ভার আর বইতে চাইছি না। আর জি করের তিলোত্তমাকে যে পাশবিক অত্যাচার ও মৃত্যু, তার বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ আমার।"

শিয়ালদা থেকে প্রতিদিন চলছে ৭০০-র ওপর ট্রেন

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শিয়ালদা থেকে প্রতিদিন ৭০০-র ওপর ট্রেন চলে। এর অধিকাংশই চলে ব্যস্ত সময়ে। পূর্ব রেলের তরফে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, এই বিস্তৃত লোকাল ট্রেন নেটওয়ার্ক শুধু দৈনিক যাত্রীদের প্রয়োজন মেটায় না, বরং সড়ক পরিবহনের ওপর চাপ কমিয়ে মহানগরীর সামগ্রিক পরিবহন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ভারতের অন্যতম ব্যস্ত রেলওয়ে কেন্দ্র শিয়ালদা স্টেশন দিয়ে চলা অসংখ্য লোকাল ট্রেন প্রতিদিন মহানগরীর জীবনযাত্রাকে মসৃণভাবে চালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই স্টেশন থেকে প্রতিদিন ৩৫৬টি ট্রেন ছাড়ে এবং ৩৫৪টি ট্রেন আসে, যা হাজার হাজার যাত্রীকে শহরের বাইরে থেকে এবং শহরের মধ্যে যাতায়াত করতে সাহায্য করে চলেছে।
এটি কলকাতার দৈনন্দিন পরিবহনের অন্যতম প্রধান শক্তি যা অফিস যাত্রী, ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য দৈনিক যাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই বহর নিশ্চিত করে যে, কর্মস্থল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাত্রা করা যাত্রীরা সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, পাশাপাশি ভিড়ের সমস্যাও কমানো হয়।
সকাল ৮:৩০ থেকে ১০:৩০ এর মধ্যে শিয়ালদা মেইন, শিয়ালদা নর্থ এবং শিয়ালদা সাউথ সেকশনে মোট ৫৩টি ইএমইউ (ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) লোকাল চলে। শিয়ালদা নর্থ ও শিয়ালদা মেইন সেকশনের মধ্যে ০৪টি করে ট্রেন রাণাঘাট, বনগাঁ, নৈহাটি, ব্যারাকপুর থেকে ছাড়ে, ০৩টি করে ট্রেন ডানকুনি থেকে ছাড়ে, ০২টি করে ট্রেন হাসনাবাদ, বারাসত, দত্তপুকুর থেকে ছাড়ে এবং ০১টি করে ট্রেন কল্যাণী সীমান্ত, কৃষ্ণনগর সিটি, মধ্যমগ্রাম, শান্তিপুর, গেদে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, হাবরা, লালগোলা (মেমু) থেকে ছেড়ে শিয়ালদহ পৌঁছায়।শিয়ালদা সাউথ সেকশনের মধ্যে ০৪টি করে ট্রেন ক্যানিং থেকে এবং ০৩টি করে ট্রেন ডায়মন্ড হারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বজবজ থেকে এবং ০২টি করে ট্রেন সোনারপুর থেকে ছেড়ে শিয়ালদা পৌঁছায়।
বিকেল ৪:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ এর মধ্যে ৫৮টি ইএমইউ লোকাল শিয়ালদা থেকে ছেড়ে বিভিন্ন সেকশনে চলে। শিয়ালদা নর্থ ও শিয়ালদা মেইন সেকশন থেকে ০৬টি ট্রেন বনগাঁ, ০৪টি ট্রেন নৈহাটি, ০৩টি করে ট্রেন ডানকুনি, কল্যাণী সীমান্ত, কৃষ্ণনগর সিটি, শান্তিপুর, গেদে, ০২টি দত্তপুকুর, ০১টি করে ট্রেন রাণাঘাট, হাসনাবাদ, বারাসাত, ব্যারাকপুর ও লালগোলায় রওনা হয়।
শিয়ালদা সাউথ সেকশন থেকে ০৬টি ট্রেন ক্যানিং, ০৫টি ট্রেন বজবজ, ০৪টি করে ট্রেন বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর এবং ০২টি সোনারপুর ও ০১টি করে ট্রেন বি.বি.ডি. বাগ এবং মগরাহাটের লক্ষ্যে রওনা হয়।
মুখ্যমন্ত্রী ও সিপি-র ফোনের তথ্য প্রকাশ্যে আনার দাবি অমিত মালব্যর
কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের ঘটনাবলী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। একই সঙ্গে দেহ উদ্ধারের পরের ৭২ ঘণ্টায় মুখ্যমন্ত্রী ও সিপি-র কল রেকর্ড জনসমক্ষে আনার দাবিও জানিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও সিপি-র পলিগ্রাফ পরীক্ষাও করার দাবি জানিয়েছেন অমিত মালব্য।বুধবার সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে তিনি লিখেছেন, "আর জি কর কাণ্ড নিয়ে আরও একটি মিথ্যে প্রকাশ্যে। দেহ উদ্ধারের আগে থেকেই সংস্কারের কাজ চলছিল বলে যে দাবি, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। রাজ্য সরকার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, উভয়ই মিথ্যে বলছে। যাঁরা দেওয়াল ভাঙার ভিডিও শেয়ার করেছিল, কলকাতা পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ ছাড়া সুষ্ঠু তদন্ত অসম্ভব।ইতিমধ্যেই অনেক তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে। ঘটনার পর ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির কল রেকর্ড আনতে হবে প্রকাশ্যে। তাঁদের কথোপকথনও আনতে হবে তদন্তের আওতায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনীত গোয়েলের পলিগ্রাফ টেস্ট প্রয়োজন। বিচারের দাবিতে আন্দোলন চলবে।""

জনসংযোগ কর্মী প্রদীপ রায় প্রয়াত

হাইলাকান্দি (অসম) ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের হাইলাকান্দি ডিআইপিআরও অফিসের বড়বাবু প্রদীপ রায় আর নেই। বৃহস্পতিবার তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। ১৯৯৮ সালে তিনি বিভাগে কর্মচারী হিসেবে যোগদান করে শিলচর এবং লক্ষ্মীপুর বিভাগীয় কার্যালয়েও কাজ করেছেন। প্রয়াত প্রদীপ রায় দীর্ঘদিন থেকে মধুমেহ এবং লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সম্প্রতি শিলচরে দুটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার পর গুয়াহাটিতে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রদীপ রায়কে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে গুয়াহাটির নার্সিংহোম থেকে তাকে রিলিজ করা হয়। শিলচর নিয়ে আসার সময় রাস্তায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রদীপ রায়ের মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার বিকেলে হাইলাকান্দির জেলা তথ্য জনসংযোগ কার্যালয় এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে বিদেহি আত্মার শান্তি কামনা করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর
সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। আলোচনায় পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে যেমন জাতীয় সড়কের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার সাথে সাথে অন্যান্য রাস্তার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ১৪,৮৫৮.৩১ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর এই রাস্তাগুলি চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য সারা বছরই কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, গত বাজেটে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা ক্ষেত্রের বিভিন্ন রাস্তা জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের লক্ষ্যে বছরে ৩০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এই আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, দিপঙ্কর সেন, বিশ্বজিৎ কলই, তাফাজ্বল হোসেইন, ফিলিপ কুমার রিয়াং, পাঠানলাল জমাতিয়া, নির্মল বিশ্বাস, জিতেন্দ্র মজুমদার, শম্ভুলাল চাকমা।

কর্নাটকে জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবায় দুর্দান্ত সাফল্য ম্যাট্রিক্সের অবন্তিকার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত পারফরম্যান্স। জাতীয় অনুর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতায়। ৯ রাউন্ডে ৭ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে ছিল তৃতীয় স্থানে। কিন্তু ভোকলসে পিছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ১৩ তম স্থান পেল ম্যাট্রিক্স চেস আকাডেমির আগরতলা শাখার দাবাড়ু অবন্তিকা চক্রবর্তী। মাইশোরে অনুষ্ঠিত আসরে বৃহস্পতিবার শেষ রাউন্ডে দুরন্ত খেলে অন্ধ্রপ্রদেশের সিনাচ্ছি এল কে পরাজিত করে অবন্তিকা।রবীন্দ্র এবং অনামিকা চক্রবর্তীর একমাত্র মেয়ে নয় রাউন্ডে ছয়টি ম্যাচে জয় দুটি ম্যাচে ড্র এবং একটি ম্যাচে পরাজিত হয়ে দখল করে ৭পয়েন্ট। প্রসেনজিৎ দত্ত, আর্শিয়া এবং আরাধ্য দাস ছাড়া জাতীয় আসরের ত্রিপুরার আর কোন দাবাড়ু সাত পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি বয়স ভিত্তিক কোন আসরে এই মুহূর্তে। দুরন্ত সাফল্য পেলেও তেমন খুশি নয় অবন্তিকা। এখনও মেনে নিতে পারছে না সপ্তম রাউন্ডে পরাজয়টা। ওই ম্যাচে যদি পয়েন্ট পেতে পারতো তাহলে দেশের সেরা সম্মান পেয়ে যেতো হোলিক্রশ স্কুলের ছাত্রীটি। আসরে ৮ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামিলনাড়ু আরণ্য আর। দুই দাবাড়ুর পয়েন্ট ৮। সাড়ে ৭ পয়েন্ট পেয়ে আছে ১ জন দাবাড়ু। এর পর চতুর্থ থেকে ১৩ তম স্থান পর্যন্ত প্রত্যেক দাবাড়ুর পয়েন্ট ৭। আসরে রাজ্যের দাবারুদের মধ্যে এস দিলশাদ পাঁচ পয়েন্টে ৫৮ তম স্থান দখল করে। প্রসঙ্গত বালিকাদের বিভাগে ১৪৭ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিল। বালক বিভাগের অংশ নিয়েছিল ২৩৫ জন দাবাড়ু। তাতে ত্রিপুরার দিপ্তনীল দেয় সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে ৫৩ তম স্থান, দেবরাজ ভট্টাচার্য ৫ পয়েন্ট পেয়ে ৭৫ তম স্থান এবং প্রবজ্যোৎ ভট্টাচার্য চার পয়েন্ট পেয়ে ১৫৬ তম স্থান পায়। অবন্তিকার সাফল্যের খুশি ম্যাট্রিক্স চেস আকাডেমির কোচ কিরীটি দত্ত। তিনি অভিনন্দন জানান অবন্তিকাকে এবং আগামী দিনের সাফল্যের ধারা বজায় রাখার জন্য পরামর্শ দেন। পাশাপাশি রাজ্য থেকে আসরে অংশ নেওয়া প্রতিটি দাবাড়ুকে অভিনন্দন জানান তিনি।

কমনওয়েলথ দাবায় স্বর্ণপদকের হ্যাটট্রিক শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় পতাকা উড়ালো আর্শিয়া, আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে রচিত হলো নতুন অধ্যায়। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা দাবার ইতিহাসে উজ্জ্বলতম দিন হিসেবে পরিচিত থাকবে। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দাবা প্রতিযোগিতায় জোড়া স্বর্ণপদক আসার পাশাপাশি মাইশোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতায় দুরন্ত পারফরম্যান্স করল অবন্তিকা চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত: ৩ দাবাড়ুই ম্যাট্রিক্স চেস আকাডেমি ছাত্রী। কমনওয়েলথ দাবায় বুধবারে স্বর্ণপদক অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছিল আর্শিয়া দাস এবং আরাধ্যা দাসের। দেখার ছিল বৃহস্পতিবার শেষ রাউন্ডে কি ফলাফল করে ওই দুই দাবাড়ু। অনূর্ধ ১৪ বালিকা বিভাগের শেষ রাউন্ডে পয়েন্ট ভাগ করতে পারলেই খেতাব নিশ্চিত হয়ে যেত পূর্বোত্তোরের প্রথম ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আর্শিয়া দাসের। কিন্তু আর্শিয়া সে পথে পা দেয়নি। শ্রীলংকার দাবাড়ু-র বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ছিল আক্রমাত্মক। এবং অনায়াসেই জয় পেয়ে যায়। সাত রাউন্ডে সাড়ে ছয় পয়েন্টে অপরাজিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্শিয়া। আসরে ব্লিটজ, র‍্যাপিডের পর ক্লাসিক্যাল দাবায় স্বর্ণপদক জয় করে আর্শিয়া। পূর্ণেন্দু এবং আর্নিশা দাসের একমাত্র মেয়েটি আসরে তিনটি স্বর্ণপদক জয় করে নজির গড়ে। রাজ্যের প্রথম দাবাড়ু হিসাবে ওই নজীর আর্শিয়ার। এখন উন্মুক্ত দাবায় অংশ নিয়েছে। এদিকে অনূর্ধ ১০ বিভাগে ব্লিটজ এবং র‍্যাপিড দাবায় পদক না পেলে ক্লাসিক্যাল দাবায় শুরু থেকেই অপ্রতিরোধ্য ছিল পূর্বোত্তোরের সর্ব কনিষ্ঠ মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা। শেষ পর্যন্ত অপরাজিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণ পদক জয় করে। দুজনের সাফল্যের খুশি ম্যাট্রিক্স চেস আকাডেমির কোচ প্রসেনজিৎ দত্ত। অভিনন্দন জানান দুই দাবাড়ুকে। শিক্ষক দিবসে আর্শিয়া তার ট্রফি উৎসর্গ করেন তার কোচ প্রসেনজিৎ দত্তকে। আর্শিয়া এবং আরাধ্যার সাফল্যে খুশির হাওয়া রাজ্যের দাবামহলে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্য সংস্থার কর্তাদের পাশাপাশি দাবাড়ুরাও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের এই দুই সোনার মেয়েকে।

শ্রীলঙ্কার মাটিতে ভারতীয় পতাকা তুলে ধরে ওই দুই দাবারুক বুঝিয়ে দিলো আগামীদিনে ৬৪ ঘরের লড়াইয়ে বিশ্বকে কাঁপাতে প্রস্তুত হচ্ছে দুজনেই।

দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক দুদিন ব্যাপী যোগা প্রতিযোগিতা বিলোনিয়ায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি বিলোনিয়া। বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যোগাসনা স্পোর্টস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই যোগা প্রতিযোগিতা। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী যোগা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আলোচনা রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন যোগা নিজেকে ভালো রাখতে পারে এবং ভালো থাকার এটিই একমাত্র কৌশল, আগামীদিনে নিজেকে ভালো রাখার একমাত্র উপায় হল এই যোগ ব্যায়াম।শরীর এবং মনকে ভালো রাখাতে সকলকে প্রতিদিন যোগাভ্যাস করা দরকার। জেলার সমস্ত ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন যোগা ব্যায়াম করা দরকার।দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা আয়োজিত যোগা প্রতিযোগিতা সফলতা কামনা করেন উপস্থিত অতিথিরা। আজকের এই যোগা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম সরকার ও দ্বিপায়ন চৌধুরী,যোগাসনা এসোসিয়েশনের ত্রিপুরার সম্পাদক পঙ্কজ মজুমদার, ও দক্ষিণ জেলা যোগাসনা স্পোর্টসের কর্মকর্তাগণ। এদিনের যোগাসন প্রতিযোগিতা ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি উপস্থিত অভিভাবকদের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

কৈলাশহরে নৈশকালীন ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৩ নং ওয়ার্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। কৈলাসহর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও কৈলাসহর পুর পরিষদের সহযোগিতায় গত ১৯ আগস্ট থেকে কৈলাসহর রামকৃষঞ্চ মহাবিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হয় পুর পরিষদ ওয়ার্ড ভিত্তিক নৈশকালীন নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট।প্রথমবারের মত নৈশকালীন এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে খেলোয়ার থেকে শুরু করে ক্রীড়া প্রেমী দর্শকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ১৯ আগস্ট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হলেও বন্যা পরিস্থিতির কারণে বেশ কয়েকদিন খেলা বন্ধ ছিল। বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে পুনরায় খেলা শুরু হয়।একের পর এক ম্যাচ শেষে গতকাল রাতে অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি। তাতে শিরোপা দখলের লড়াইয়ে অংশ নেয় কৈলাশহর পুর পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ড ও ১৭ নং ওয়ার্ড। ফাইনাল ম্যাচে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, পুর পরিষদের চেয়ারপারসন চপলা দেবরায়,জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি অরুন সাহা, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক অমিত যাদব, টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি সন্দীপ দেব রায়, সম্পাদক সুমন্ত দেবরায় সহ পুরো পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা। এদিন ফাইনাল ম্যাচ শুরুর পূর্বে খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন অতিথিরা। আক্রমণ প্রতি আক্রমণে টানটান উত্তেজনা পূর্ণ এই খেলার প্রথমার্ধে কোন দলই গোল করতে পারেনি। খেলার দ্বিতীয়ার্ধ অনুরূপ গোল শূন্য ভাবে শেষ হয়। নির্ধারিত সময়ের খেলায় ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ২জন খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখান ম্যাচ রেফারি। নির্ধারিত সময়ে গোল না হওয়ায় ফুটবলের নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তীতে পেনাল্টি শুট-আউট অর্থাৎ টাই ব্রেকার অনুষ্ঠিত হয়। পেনাল্টি শুট আউটে কৈলাশহর পুরপরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ড ৪-৩ গোলে ১৭ নাম্বার ওয়ার্ড কে পরাজিত করে। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের খেলোয়াড় বদরুল আলী, ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন ৩ নাম্বার ওয়ার্ডের খেলোয়াড় রুমন আলী। খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন অতিথিরা। সম্মানিত করা হয় ম্যাচ রেফারিদেরকেও। কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠ কয়েক হাজার দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করার জন্য।

চন্দ্র স্মৃতি লিগে ফরোয়ার্ড ক্লাবের নিশ্চিত জয় রুখে দিল নাইন বুলেটস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফরোয়ার্ডের জয় আবারও রুখে দিল। এবার নাইন বুলেটস। প্রথম ম্যাচে রামকৃষঞ্চ ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্টের ভাগাভাগি করার পর, দ্বিতীয় ম্যাচে হারতে হয়েছিল ব্লাড মাউথ ক্লাবের কাছে। তৃতীয় ম্যাচে নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হলো ফরওয়ার্ড ক্লাবের। প্রথমার্ধে ৬ মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে এগিয়ে গেলেও ঠিক এক মিনিট বাদে নাইন বুলেটস একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। খেলার অন্তিম পর্যায়ে ৮৯ মিনিটের মাথায় নাইন বুলেটস এর আরও একটি গোল ফরওয়ার্ড ক্লাবের নিশ্চিত জয় আটকে দেয়।

শেষ পর্যন্ত দুই দুই গোলে ড্র অবস্থায় খেলার নিষ্পত্তি হয়। দু দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নেয় ১-১ করে। খেলার কুড়ি মিনিটের মাথায় প্রথম গোল ভান্নলাল কিমার সৌজন্যে। ৬ মিনিট বাদে থংগাম সিংয়ের গোলে ফরোয়ার্ড ২-০ তে লিড নিলেও পরবর্তী মিনিটেই নাইন বুলেটসের রাজিব সাধণ জমাতিয়ার গোলে খেলায় ব্যবধান কমিয়ে আনে। বুলেটসের পক্ষে শেষ গোলটি করে অঙ্গমান মাইতি। উল্লেখ্য, খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারী দুদলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, অরিন্দম মজুমদার, সুকান্ত দত্ত ও রক্তিম সাহা। দিনের খেলা সন্ধ্যা সোয়া ৬ টায় ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব।

অনূর্ধ ১৭ রাজ্য ভলিবল পশ্চিম জেলার দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন ইভেন্টের রাজ্য আসরকে সামনে রেখে জেলাভিত্তিক দল গঠনের লক্ষ্যে চলছে এখন প্রতিযোগিতা। আগরতলা উমাকান্ত একাডেমী ভলিবল মাঠে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হলো অনূর্ধ ১৭ ভলিবলের পশ্চিম জেলা ভিত্তিক লড়াই। তাতে বালক ও বালিকা উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন এর শিরোপা পেল সদর। বালক বিভাগে ২৬- ২৪, ২৬- ২৪ পয়েন্টের ব্যবধানে মোহনপুরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সদর। অপরদিকে বালিকা বিভাগে ২৫-৭, ২৫ -৫ ব্যবধানে মোহনপুরকে হারিয়ে ফাইনালে সেরা হয় সদর। দুই বিভাগের চূড়ান্ত লড়াই শেষ হবার পর রাজ্যভিত্তিক আসরের জন্য গঠিত হয় পশ্চিম জেলা দল। তাতে ঘোষিত বালক দলটি হলো জয়দীপ দেবনাথ, মোঃ রাসেল আহমেদ, পুষ্কর দাস, বিশাল ঘোষ, সঞ্জীব দে ,অরবিন পাল, ইউবা দেববর্মা, রুহিত দেববর্মা, মুক্তাঙ দেববর্মা। দলে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে শুভদীপ সরকার ও ঈশান দেববর্মাকে। প্রশিক্ষক সুভাষ ঋষি দাস। ঘোষিত বালিকা দলটি হল তানিয়া সরকার, সাগরিকা দাস, সায়ন্তি পাল, তিশা সাহা, সুনিতা পাল, সায়ন্তি কর, অর্পিতা দাস ডলি পাল, সুপ্রিয়া পাল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা: ৫ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর সচিব তথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থে এক লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। আজ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিকসাহার হাতে এই অর্থরাশির চেক তুলে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে স্বতঃস্ফূর্ত দান অব্যাহত রয়েছে।

বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মরত তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক (আই সি ও) এবং বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিকগণ (এস আই ও)। আজ তাদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ৩১ হাজার ৩০১ টাকা দান করা হয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহার হাতে উক্ত টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ সেপ্টেম্বর: ফের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহত হয় একজন।ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিরবাজার নতুন ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানাযায়, বৃহস্পতিবার শান্তিরবাজার দমকলবাহিনীর নিকট খবর যায় শান্তির বাজার নতুন ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তিরবাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে একজন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলাহাসপাতলে নিয়ে যায় দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে দমকলবাহিনীর কর্মীরা জানান দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানাযায়নি। উনারা স্থানীয় লোকজনের কাছে জানতে পেরেছেন দুইটি বাইকের সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে উনারা ঘটনাস্থলে কোনো বাইককে পাননি। তাই বাইক দিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছেনা। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির নাম জয়ন্ত দেবনাথ বলে জানা যায়। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে ঘটনার তদন্তে নেমেছেন শান্তিরবাজার থানার পুলিশ।

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালো প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: এনএলএফটি ও এটিটিএফের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৩৫ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান ঘটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানানো হয় প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে। পাশাপাশি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহাকেও দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে এদিন।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, এনএলএফটি ও এটিটিএফের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত করার মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে উগ্রপন্থী সমস্যা সম্পূর্নভাবে নির্মূল করে তাদের জাতীয় মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহন করার পর থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর তার ফলস্বরূপ উত্তর পূর্বাঞ্চলে এখনো পর্যন্ত ১২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মূল স্রোতে আগত ৩২৮ জন বৈরীর জন্য ২৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে তারা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারবেন এবং তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিধানসভা অধিবেশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, আজ বিধানসভা অধিবেশনে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানোর প্রস্তাব নিয়ে বিরোধীরা যে বিরোধিতা করেছেন, তারও তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।

রড চুড়িকান্ডে আটক দুই চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ৫ সেপ্টেম্বর : নির্মাণ কাজের ব্যবহৃত রড চুরিকান্ডে দুই চোরকে আটক করল পূর্ব আগরতলা থানায় পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে চোরচক্রের আরও তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন ওসি রাণা চ্যাটার্জি। ওসি রাণা চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, কিছু দিন আগে শিবনগর এলাকাস্থিত এস সি আর নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড চুরি করে পালাল চোরের দল। পরবর্তী সময়ে ঠিকেদার আদিত্য রায় পূর্ব আগরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। তদন্তে নেমে দুই চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তিনি আরও বলেন, চোরের দল আট বান্ডিল রড চুরি করে পালিয়েছে। আটককৃতরা হলেন, সঞ্জয় সরকার ও শাহ আলম মিয়া। সঞ্জয়কে যোগেন্দ্রনগর এলাকা থেকে এবং শাহ আলমকে এমজি বাজার রোড থেকে আটক করা হয়েছে। প্রায় এক লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে। সঞ্জয় সরকারের বিরুদ্ধে আগেও চুরির অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের ৩২টি তপশিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামকে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনার আওতায় আনা হয়েছেঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে গত তিনটি অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৩২টি তপশিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামকে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। এই সময়ে রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মোট ২৫.৬০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং বিধায়ক নয়ন সরকারের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস এ তথ্য জানান।

তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী শ্রীদাস জানান, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাজ্যের তপশিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির জন্য ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, সমীক্ষা ও প্রচার ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনায় চিহ্নিত গ্রামগুলি হলো কচুছড়া, মেছুরিয়া, উপেন্দ্রনগর, হুরিজলা, গঙ্গাছড়া, পালাটানা, দুধপুষ্কুরিনী, মুড়াপাড়া, বীরগঞ্জ, বনবাজার, পহড়মুড়া, ঘিলাতলি, বিষ্ণুপুর, পশ্চিম হাফলং, বড়দোয়াল, পূর্ব নলছড়, কলসীমুড়া, কমলনগর, রাঙ্গামুড়া, রাজনগর, কলাবাড়িয়া, মাধবনগর, বিজয়নগর, দুধপুর, লালজুরি, কুমারঘাট (অংশ), সামরুরপাড়, চন্ডিপুর, বামুটিয়া, লক্ষ্মীলুঙ্গা, লঙ্কামুড়া (অংশ), বিজয়নগর।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে চার দফা দাবিতে পুর নিগমের পূর্ব জোনাল অফিসে ডেপুটেশন দিল বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সব রকম সাহায্যার্থে সরকারকে দ্রুত পরিষেবা প্রদান করা সহ চার দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে আগরতলা পুর নিগমের পূর্ব জোনাল অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

সিপিআইএম নেতা অমল চক্রবর্তী বলেন, গত আগস্ট মাসের প্রবল বন্যায় জনজীবন ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সঠিকভাবে সহযোগিতা পৌছাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের কাছে সরকারি সহযোগিতা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

আইনী পরিষেবা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলা আইনসভা কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ফুলবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক মেগা আইনী পরিষেবা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন ডিস্ট্রিক্ট সেশন জাজ অংশুমান দেববর্মা।

উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিকলিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি রাজর্ষি চক্রবর্তী মহাকুমা শাসক শামজয় জমাতিয়া বিডিও কদমতলা স্বপন দাস বিশ্বজিৎ দাস সিডিপিও কদমতলা অ্যাডিশনাল এসপি জার্সমিয়া ডার্লং, অশোক কুমার এস ডি, এফ, ও বিমল চন্দ্র সেন প্রধান শিক্ষক ফুলবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বাইশটি দপ্তর স্টল খুলেন প্রত্যেকটি দপ্তর মানুষকে তাৎক্ষণিক পরিষেবা প্রদান করেন যেমন পিআরটিসি, এসসি, ওবিসি, ইনকাম সার্টিফিকেট প্রদান করেন ব্যাপক সংখ্যক মানুষের আধার কার্ড তৈরি করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিনামূল্য চিকিৎসা করা হয় এবং ঔষধ বিতরণ করা হয়। জেলা বিকলাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে টাই সাইকেল হুইল চেয়ার হেয়ারিংএইড, টিএলএফ কিট , স্মার্ট কেইন ইত্যাদি পরিষেবা দেওয়া হয়। কৃষি দপ্তর এবং বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জনগণের মধ্যে মূল্যবান গাছের চারা বিলি করা হয়। শিবিরে জনগনের অংশ গ্রহন ছিল উল্লেখযোগ্য।

বিশেষভাবে সক্ষম দুই নাবালককে সরকারি সাহায্য প্রদানের করুন আর্জি বৃদ্ধা ঠাকুরমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫সেপ্টেম্বর: মা নেই, বাবা নেই, বিশেষভাবে সক্ষম দুই নাবালককে নিয়ে জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধা ঠাকুরমা।

বিলোনিয়া মহকুমাধীন উত্তর সোনাইছড়ি উত্তর সাড়াসীমা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বৃদ্ধা আলোরানী দে একটি দোকান ঘরে দিনযাপন করছে বিশেষভাবে সক্ষম নাতি দুই জনকে নিয়ে।

বিশেষভাবে সক্ষম বিশ্বজিৎ(১৫) ও সুজিত(১৩) জন্মের পাঁচ বছর পর থেকে অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে সচল থেকে অচল হয়ে পড়ে। সাহায্য ছাড়া তারা চলাফেরা একেবারেই করতে পারে না। নেই কোনো সরকারি সাহায্য। বয়সের ভারে নুয়ে আছেন আলোরানী দে। নিজের চলাফেরাই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। তারমধ্যে দুই নাতিকে তিনি আর দেখে রাখতে পারছেন না। বর্তমানে তিনি চাইছেন এই দুই নাতির সাহায্য সহযোগিতা ও হোমে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা যেন সরকার অথবা প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহন করে সেই কাতর আবেদন জানান বৃদ্ধ ঠাকুরমা আলো রানী দে।

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি মাথায় রেখে স্বল্প বাজেটের পুজো করবে যুবক সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: আগরতলা শহর এলাকার যুবক সংঘ এবার স্বল্প বাজেটে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হচ্ছে। বৃহস্পতিবার খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গা পূজার প্যান্ডেল ও মূর্তি তৈরির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।এবছর ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে রাজ্যবাসী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকাতেও বন্যায় বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সে বিষয়টি মাথায় রেখেই রাজধানীর যুবক সংঘ এবছর তাদের পূজার বাজেট অনেকটাই কমিয়ে এনেছে। এ বছর তাদের পূজার বাজেট মাত্র ৪ লক্ষ টাকা। এই টাকা দিয়েই তারা দৃষ্টিনন্দন প্যান্ডেল ও প্রতিমা তৈরি করার উদ্যোগ নিচ্ছে।বৃহস্পতিবার যুবক সংঘ প্রাঙ্গনে খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।ক্লাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন স্বল্প বাজেটে পূজা করার মূল লক্ষ্যই হলো যাতে কারোর উপর পূজার চাঁদার কোন ধরনের চাপ না পরে। তারা বন্যা দুর্গত মানুষজনের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলেও ক্লাব কর্মকর্তারা এদিন জানিয়েছেন।

নয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ নাবালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: ১৭ বছর বয়সী নাবালকের দ্বারা পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে নয় বছরের শিশু কন্যা। ওই ঘটনায় প্রতাপগড় সুভাষ নগর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।এমনটাই অভিযোগ তুলে নির্যাতিতার মা পর্রবতী সময়ে নাবালকের বিরুদ্ধে পূর্ব আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ গতকাল রাতেই অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

লাঞ্ছিত শিশুর মার অভিযোগ, কালীপূজার বিসর্জন থেকে বাড়ি ফিরে মেয়েকে ডাকছিলেন। কিন্তু মেয়ের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। ওই সময় তিনি দেখতে পান এলাকার এক বাড়িতে বেড়াতে আসা নাবালক ছেলেটি দরজার এদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ঘরে প্রবেশ করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারেন তার মেয়ের উপর ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছে। সাথে সাথে তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করলে এলাকাবাসীরা জড়ো হন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তাঁরা অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় প্রতাপগড় সুভাষ নগর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

স্বাস্থ্য শিবির ও বস্ত্র দান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার বিকালে বিশালগড় নিচের বাজারস্থিত সার্বজনীন গণপতি উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গণপতি উৎসবকে সামনে রেখে ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় অনুষ্ঠিত হবে এক স্বাস্থ্য শিবির।আইএলএসের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে স্বাস্থ্য শিবিরে।

বৃহস্পতিবার দিন বিকেল পাঁচটায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন বিশালগড় নিচের বাজার সার্বজনীন গণপতি উৎসব কমিটির কর্মকর্তা প্রীতম সাহা ও কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। ২০১৭ সাল থেকে চলছে এই সার্বজনীন গণপতি উৎসব। বিগত বছরের ন্যায় এই বছর ও বিশালগড় নিচের বাজার সার্বজনীন গণপতি উৎসব কমিটি গনেশ পুজোর আরাধনায় ব্রতী হয়েছে সদস্য ও সদস্যাগন।

৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হবে গণেশ পুজোর শুভারম্ভ অনুষ্ঠান। তাতাদের মধ্যে করা হবে বস্ত্র বিতরণ ও বিনামূল্যে দেওয়া হবে স্বাস্থ্যপরিসেবা। তাছাড়াও দর্শনার্থীদের দেওয়া হবে তিন দিন অন্ন ভোগ। স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১০ সেপ্টেম্বর হবে গণপতি বাপ্পা নিরঞ্জন। বন্যায় দুর্গত মানুষদের জন্য ৬ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় বিশালগড় নিচের বাজার তরুণ সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গনে এবং গণপতি বাপ্পার প্যান্ডেলের সামনে হবে স্বাস্থ্য শিবির। স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করবেন টিআইডিসি চেয়ারম্যান তথা নবাদল বনিক।রাজ্যের খ্যাতনামা বেসরকারি হাসপাতাল আইএলএস এর চিকিৎসকরা থাকবে স্বাস্থ্য শিবিরে এবং বিনামূল্যে দেবে ঔষধপত্র। স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ও হবে। বিশালগড় মহাকুমার আপামর জনসাধারণকে গণপতি পুজোতে এসে পুজোতে আনন্দ উপভোগ করার জন্য আহ্বান রাখেন সার্বজনীন গণপতি উৎসব পূজা কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রিতম সাহা।

ত্রিপুরা ফুটপাত হকার সংগ্রাম সমিতি এবারেও গণপতি পূজায় ব্রতী হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা ফুটপাত হকার সংগ্রাম সমিতি তৃতীয়বারের মতো গণেশ পুজোর আয়োজন করেছে। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার বটতলাস্থিত টিআরটিসি চত্বরে পুজোর আয়োজন শুরু হবে। ৭-৯ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী আয়োজনে থাকবে আগরতলার ৩০০জন আমার সংগঠনের মাতৃশক্তির জন্য ছাতা বিতরণ, আগরতলার প্রবীণ হকারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন, অমরপুর ও অম্পিনগরে আশা, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা, আশা ফেসিলেটর, পশুসখীদের মধ্যে বস্ত্রসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করেন।

তবে এবার মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না। কারণ সেই অনুষ্ঠানের টাকায় এবার বন্যার্তদের সাহায্য সহযোগিতা করা হবে। ৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় আমাদের পুজো আয়োজনের উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা মানিক সাহা। তাছাড়া সেবামূলক কার্যক্রমে ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধে সাতটায় উপস্থিত থাকবেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবসহ অন্যান্য অতিথিরা।

সকাল ৯টায় পুজোর সময়ে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় মজদুর মনিটরিং সেল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আমরা সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মজদুর মনিটরিং সেল সভাপতি বিপ্লব কর, ইমাম হোসেন, মঞ্জুলা চক্রবর্তী, রতন বিশ্বাস, বাবুল মজুমদার, লিটন রায়, দিলীপ দাস, কান্তি মোদক,রাজু দে, কৃষ্ণপদ ধর।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৫ সেপ্টেম্বর: রাস্তার করুন দশার কারনে আবার কমলপুর -- মরাছড়া রাস্তার বড়সুরমা এলাকায় অবরোধ করলো যানবাহন চালক ও এলাকাবাসীরা। দীর্ঘ ৩-৪ মাস যাবত কমলপুর - মরাছড়া ভায়া দুর্গা চৌমুহনী বাজার পর্যন্ত রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে মরন ফাঁদ তৈরী হয়েছে।

প্রতিদিন ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনাগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে দিতে হচ্ছে। আয় থেকে ব্যয় অনেক বেশি। তাছাড়া অনেক সমস্যায় সম্মুখীন হতে হয়। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১ পর্যন্ত ওই রাস্তার বড়সুরমা এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা। অবরোধ চলাকালীন খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। খবর পেয়ে অবরোধ স্থানে আসেন সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের জেলা পরিষদের সদস্য তথা সুরমা মন্ডল সভাপতি সন্তোষ কুমার দাস ও পূর্ত দপ্তরের ইনিনিয়ার সিকন দেববর্মা। উনারা অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী দুর্গা পূজার আগে রাস্তা মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে তুলবেন এবং এরপর এজেন্সি দিয়ে রাস্তার সম্পূর্ন কাজ করবেন বলে আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় যানবাহন চালক ও এলাকাবাসীরা।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে পালিত শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে পালিত হয়েছে শিক্ষক দিবস তথা ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উদযাপন করা হয়। এদিন ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, আজকের দিনটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে উনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে শিক্ষকরাই নানা ভাবে লাঞ্ছিত, অবহেলিত। এই অবস্থা থেকে উত্তরন হয়ে শিক্ষকরা সমাজকে আরো উন্নয়ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কলেজের পরীক্ষায় অকৃতকার্য পড়ুয়াদের এমবিবি কলেজের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দুটি ডিগ্রী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৮০ শতাংশ অকৃতকার্য হয়েছে। এরই প্রতিবাদে এমবিবি কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে এক ছাত্র জানিয়েছেন, গত কিছু দিন আগে বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ ও এমবিবি কলেজের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। তাদের পরীক্ষা ভালোও হয়েছিল। কিন্তু ফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে কলেজের কলা বিভাগের প্রথমবর্ষের প্রায় ৮০ শতাংশ পড়ুয়া অকৃতকার্য হয়েছে। এরই প্রতিবাদে এমবিবি কলেজের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ছাত্র ছাত্রীরা। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁদের আরও অভিযোগ, এবিষয়ে ছাত্র ছাত্রীরা এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃর্পক্ষের সাথে কথা বলতে চাইলে কোনো তাঁদের সাথে দেখা করে নি। তাই বাধ্য হয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

তাঁদের দাবি, সবাইকে একসাথে উত্তীর্ণ করতে হবে। তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 05-09-2024, 13:09